Boighar.com

পাঞ্জেরী

# বেসিক আলী ৯

বইঘর নিবেদন

শাহরিয়ার

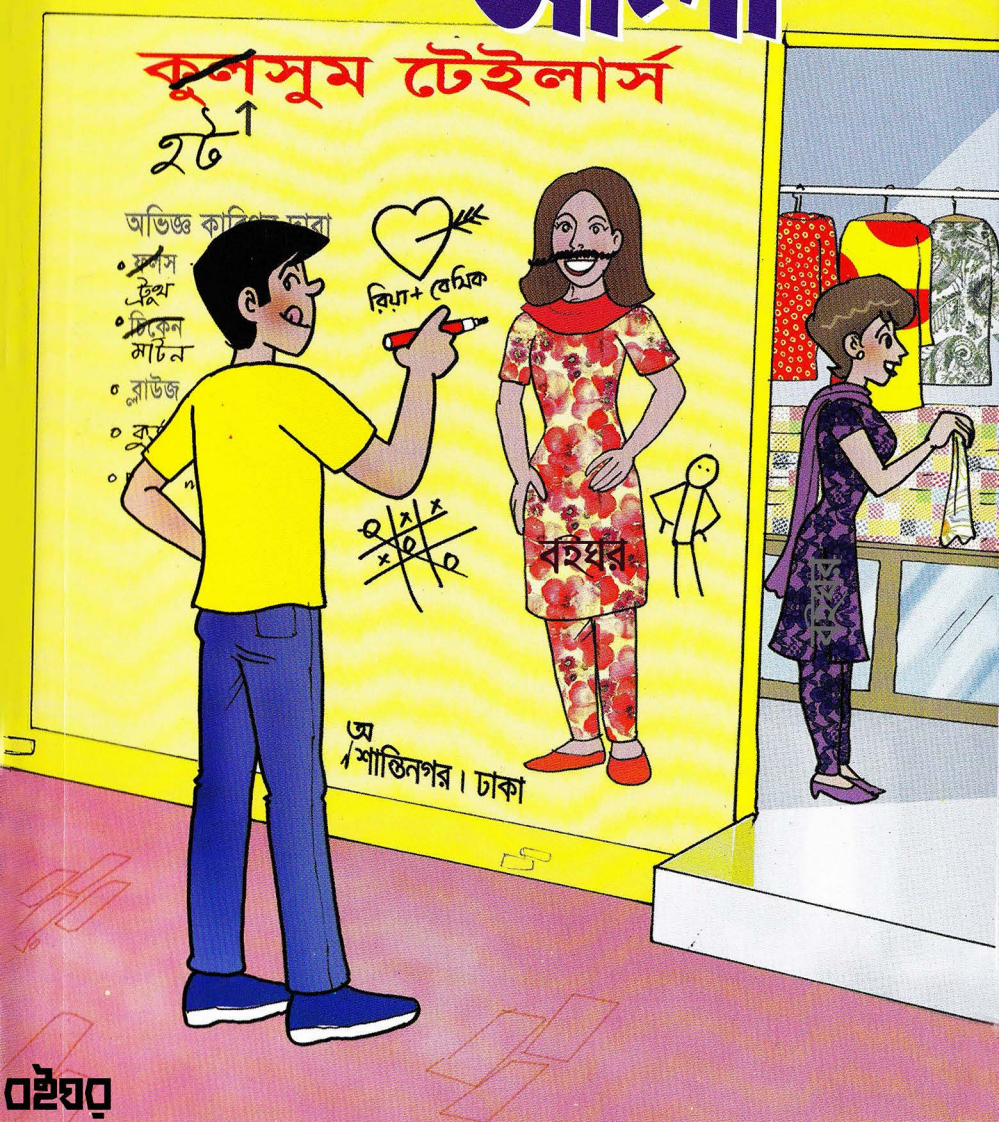




বইঘর

www.boidownload24.blogspot.com

www.boidownload.com

www.facebook.com/bnebookspdf

Boighar.com

বয়স ১৫+

www.panjeree.com

# বইঘর নিবেদন

## আলী পরিবারের উদ্ভট উপাখ্যান

ইউনিভার্সিটির ডিগ্রিধারী বেসিক আলী। খাওয়া আর ঘুম- এই নিয়েই দিন কেটে যাচ্ছিল তার। বাবা বিশিষ্ট ব্যবসায়ী তালিব আলী কায়দা করে তাকে ব্যাংকের চাকরিতে ঢুকিয়ে দিলেন। অফিস কলিগ রিয়া হকের সঙ্গে গড়ে উঠল নতুন এক সম্পর্ক। বেসিকের ছোটবোন মেডিকেল কলেজের ছাত্রী নেচার আর ছোট ভাই স্কুল ছাত্র ম্যাজিক খবরটা তুলে দিল বাবা-মায়ের কানে। কিন্তু বেসিকের ঘুম কাতুরে স্বভাব অফিসে গিয়েও কাটে না। আত্মভোলা বন্ধু হিলোলের পেছনে লাগাও তার আরেকটা স্বভাব। বাড়িতে পরিবারের সঙ্গে উদ্ভট কার্যকলাপ আর বাইরে রিয়ার মজাদার সঙ্গ এই নিয়ে কেটে যায় বেসিকের দিনকাল।

পাঞ্জেরী পাবলিকেশন্স লি.

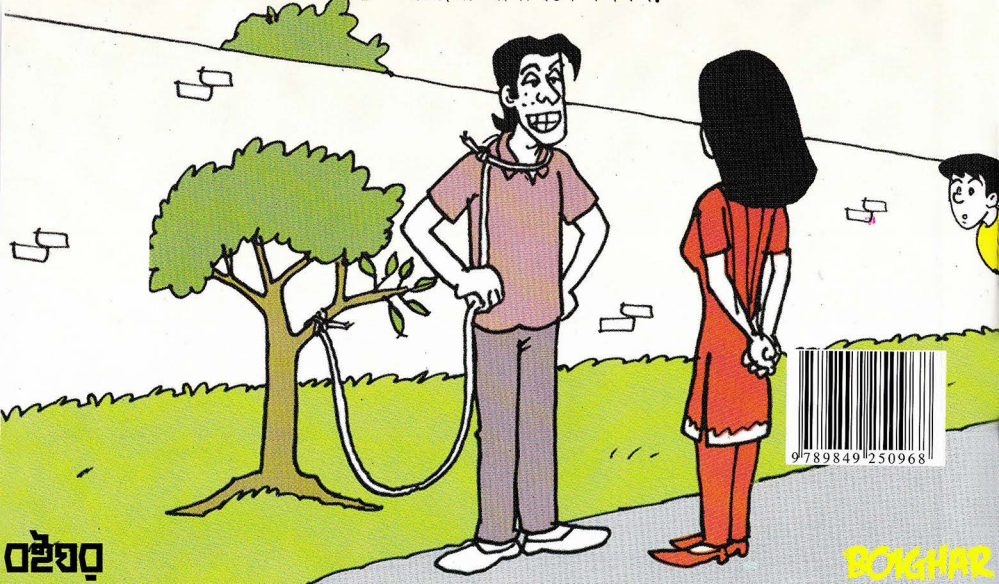

9 789849 250968

বইঘর

BOIGHAR

# বেসিক আলী

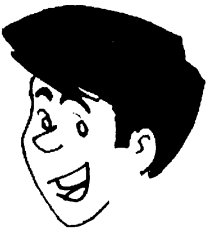

শাহরিয়ার

পাঞ্জেরী পাবলিকেশন্স লি.

**পাঞ্জেরী পাবলিকেশন্স লি.**
৪৩ শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন সড়ক
(পুরাতন ১৬ শান্তিনগর), ঢাকা-১২১৭
ফোন ৯৩৩৫৮২৬, ৮৩৬০০০৭
ফ্যাক্স ৮৮-০২-৮৩১৮৫২৬
ই-মেইল : creativebooks@panjeree.net
ওয়েব : www.panjeree.com

**Basic Ali 9**
by **Sharier**
First Published on February 2017
by Panjeree Publications Ltd.
43 Shilpacharya Zainul Abedin Sarak
(Old 16 Shantinagar), Dhaka-1217

**Copyright**
Sharier Khan

**প্রচ্ছদ**
শাহরিয়ার খান

**গ্রন্থস্বত্ব**
লেখক

**প্রথম প্রকাশ**
ফেব্রুয়ারি ২০১৭

**দ্বিতীয় মুদ্রণ**
জানুয়ারি ২০১৮

**বিদেশে পরিবেশক**
**অস্ট্রেলিয়া, যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপ:** এন আর বি স্কলার্স পাবলিশার্স
১৬৯-০৮, গ্র্যান্ড সেন্ট্রাল পার্কওয়ে জ্যামাইকা এস্টেট
নিউইয়র্ক ১১৪৩২, ইউএসএ।

**মূল্য : ২২০ টাকা। (US$ 8.00)**

ISBN : 978-984-92509-6-8

আমরা দুজন মিলে বাগান সাফ করে ১৫০ টাকা পেয়েছি। আমাকে কেন ছোট নোটটা দিলে?
আমি টাকাটা ভাগ করলে আমি নিজে ছোট নোটটা রেখে তোমাকে ১০০ টাকা দিতাম।
সেটাই তো করেছি। আমি ১০০, তুই ৫০!
না! তাহলে টাকাটা ভাগ করলে আমি নিজে ১০০ রেখে তোমাকে ছোট নোটটা দিতাম।
ঠিক তাই করেছি। আমি নিজে ১০০ রেখে তোকে ছোট নোটটা দিয়েছি!
গ ন ন ন !
হ্যাঁ। দক্ষিণ ভারতীয়রা SOUTH AFRICA-তেও আছে। তবে জানিস দক্ষিণ ভারতীয়রা খুব হাস্যকর উচ্চারণে ইংরেজি বলে?
যেমন : দিস ইজ এ কাপ। দিস ইজ এ হ্যান্ডেল। ইজ ইট ইন সাইড অর ইজ ইট আউট সাইড?
এই কথাটা দক্ষিণ ভারতীয়রা বলবে : দিস ইজ এ কাপপা। দিস ইজ এ হ্যান্ডেলা। ইজ ইটা ইনসাইডা অর ইজ ইটা আউটসাইডা?
আচ্ছা, এই ব্যাপার না!
তাহলে আসলে নেলসন ম্যান্ডেলা কী নেলসন মন্ডল?

ই ই ই!
ভূত!

ভূত নারে গাধা। এটা আমি।
আর এটাকে বলে হুডি!
দারুণ COOL না?
ও হুডি!

হুডি ছাড়া অন্য কিছু তেমন
COOL লাগে না!

হা হা – কত্ত COOL লাগছে।
চপাস!

বাবা, ম্যাডেস্ট তোমাকে দু হাজার টাকা
দিতে বলেছে!

খালি টাকা, টাকা! বলি
আমি কি টাকার গাছ?

অবশ্যই না।
তুমি হচ্ছ
টাকার পাহাড়।

.....আচ্ছা, তুই কী আমার সাইজ নিয়ে
কটাক্ষ করলি নাকি?

Boighar.com

গত রাতে এক স্বপ্নে আমি সেই ঔষধটা পেয়েছি যা বহু অসুখের নিরাময়ক!
তোর ফালতু প্যাঁচালে আমার মাথা ধরে গেল।

মাথা ধরেছে? এই নাও আমার স্বপ্নে পাওয়া ঔষধ!

এ তো সিটামল! এ কীভাবে স্বপ্নে পাওয়া ওষুধ হলো!

স্বপ্নে দেখলাম আমার টেবিলের ড্রয়ারের চিপায় এই পাতাটা লুকিয়ে আছে। ঘুম থেকে উঠে দেখি সত্যিই তাই!
ফালতু!

ছোটবেলায় আমি কিন্তু ঠিক তোর মতো ছিলাম ম্যাজিক!
সত্যি? তুমি তো সবসময় আমাকে বদ বলে ডাক!

হ্যাঁ! শয়তানি করার জন্য বাবার হাতে প্রচুর মার খেয়েছি, যেটা তুই কখনো খাসনি!

আর সেজন্যই আমি তোর মতো হয়ে ওঠা থেকে বেঁচে গেছি! ভাগ্যিস!

বাঃ দারুণ তো তোর টি শার্টটা! কবে কিনলি?

কত দিয়ে কিনলি? বাঃ আবার নয়া পারফিউমও মেখেছিস! এত মাঞ্জা কেন?

এতক্ষণ গাড়ির কাজ করে চা খেতে এলাম। এই গেঞ্জির ডিজাইন হচ্ছে পোড়া মবিলের দাগ। আর পারফিউমটা হচ্ছে মবিলের গন্ধ।

নিউ মার্কেট থেকে শখ করে দামি এই উচ্চ প্রযুক্তির বড়শিটা কিনলাম।
?

এতে আছে সেই প্রযুক্তি যা দিয়ে তুই যেই মাছ টার্গেট করবি, সেটাই ধরতে পারবি।
মানে?

বড়শির ডগায় দ্যাখ একটা লেজার পয়েন্টার লাগানো। ওটা দিয়ে মাছ তাক করবি আর শিকার করবি। অব্যর্থ নিশানা!

Boighar.com

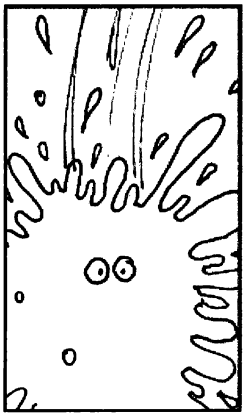

বা : এই অসহ্য গরমে এলো অবশেষে প্রশান্তির বৃষ্টি!
ইয়াহু!
ক্ষ্যাপেন ক্যান! আপনে তো আগেই ভিজজা ছিলেন!
টুং টাং
ঐ যে সে এসে গেছে!
এ কী!
আর বোলো না, ভুলে ভেজা হাতে কলিংবেল টিপ দিয়েছিলাম!

বইঘর.কম

প্রথমে সাবানটা ছোট ছোট করে কাটবি। তারপর টুকরোগুলো একটু ভিজিয়ে চিনির মধ্যে চুবাবি।

এবার পুরানো সুন্দর চকলেটের মোড়কে সাবানের টুকরোগুলো প্যাঁচাবি। ব্যস! এই হয়ে গেল ভুয়া চকলেট! নে!

পরদিন স্কুলে...
তোফাজ্জল তোমার জন্য চকলেট এনেছি!
চকলেট? আবে আমি চাইছি বার্গার। বার্গার দে নইলে ঐ চকলেট তোরে খাওয়ামু!

স্কুলের রংবাজ তোফাজ্জলকে শিক্ষা দিতে মামুন সাবানের বানানো চকলেট নিয়ে এসেছিল। কিন্তু সে চায় বার্গার।

আজকের মতো চকলেট নিয়ে মাফ করলাম। কাল বার্গার না আনলে ঠ্যাং ভেঙে দেব!

ইয়াম!

বা: অন্য রকম স্বাদ। এই চকলেট আরও আছে তোর?

Boighar.com

থামুন!
আই বাঁচতে ছাই নো!

ঠ্যাকবাজে আঁর সম্বল ২০০০ টিয়া লই গ্যাছে! আই বাঁচতে ছাই নো!
আরে দূর!

এই নিন ২০০০ টাকা। আত্মহত্যা করতে হবে না!

ভ্যা এএএ
আবার কী হলো?

ঐ ২০০০ টিয়া থাকলে এহন আঁর ৪০০০ টিয়া হইত! আই বাঁচতে ছাই নো!

এই মিয়া, আপনি যেন আত্মহত্যা না করেন এজন্য টাকা দিয়েছি। কিন্তু আপনি কাঁদছেন কেন?
আই মইত্তেই ছাই!

আমার টিয়া.... টাকা ফেরত দে!

B দায়!

খুব ভালো হইসে!

আমি যা বলি তুই যদি সেটা বলতে পারিস, তাহলে তোকে ১০ টাকা দেব। না পারলে তুই টাকা দিবি।
হাঃ! বলো দেখি!

পাখি গাছে পাকা পেঁপে খায়!
পাখি গাছে পাপা পেকে খায়.... ধুরো!

আমি যা বলি তুমি যদি সেটা বলতে পার, তাহলে তোমাকে ১০ টাকা দেব। না পারলে তুমি দেবে।
বলো দেখি!

পাখি গাছে পাপা পেকে....
ও-পাখি গাছে পাকা পেঁপে খায়?

ধুরো! ২০ টাকা লস!

ব্ল্যাক বোর্ডে দেখো মামুন, ২ + ২ হচ্ছে ৪। আবার ৪ + ৪ হচ্ছে ৮।

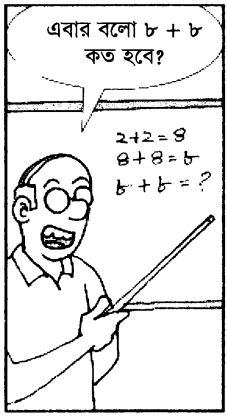
এবার বলো ৮ + ৮ কত হবে?
২+২=৪
৪+৪=৮
৮+৮=?

এটা অন্যায় স্যার!
?

আপনি শিক্ষক হয়ে নিজে সহজ অংকগুলো করলেন, আর আমাকে দিচ্ছেন কঠিন অংক!

Boighar.com

ঐ দিকে!
?

ঐ দিকে!
ঐ দিকে কী?

আমি ম্যাজিক ভাইয়ার নাটকে পথচারীর রোল পেয়েছি। সেখানে নায়ক আমায় প্রশ্ন করবে– শয়তানটা কোন দিকে গেছে?

আমি বলব– ঐ দিকে। এখন আমি আমার ডায়লগটা মুখস্থ করছি!

ভ্যা এ এ!
কী হয়েছে মামুন?

আমার সামনে বাবা কলার খোসায় পিছলিয়ে আছাড় খেয়েছে!

হা-হা-হা! সবুর আছাড় খেয়েছে তো কান্নার কী হলো? এ তো হাসির ঘটনা!

আমি তো প্রথমে হেসেই দিয়েছিলাম। ভ্যা এ এ এ!

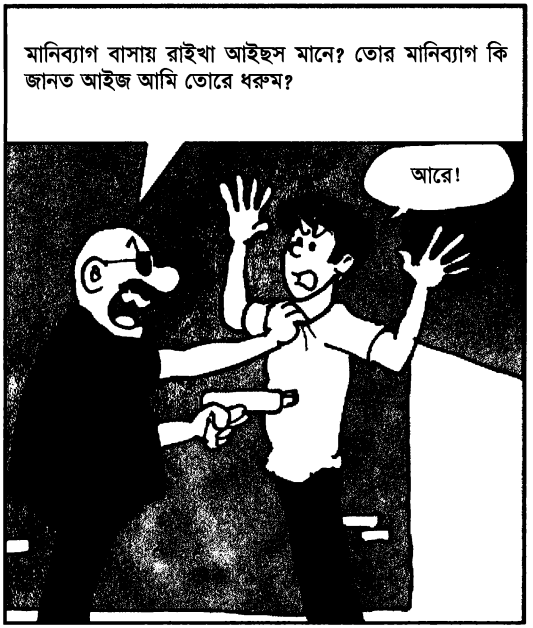
মানিব্যাগ বাসায় রাইখা আইছস মানে? তোর মানিব্যাগ কি জানত আইজ আমি তোরে ধরুম?
আরে!

বললাম তো ভুলে মানিব্যাগ রেখে এসেছি!
এই ভুল তুই করবি ক্যান? তোরে শ্যাষ কইরা দিমু!

আচ্ছা, আপনি আমাকে চান, না আমার মানিব্যাগ চান?
তোর মানিব্যাগ!

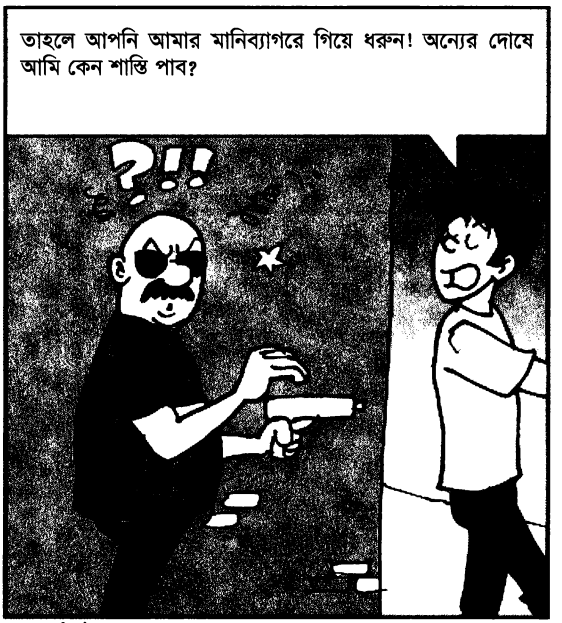
তাহলে আপনি আমার মানিব্যাগরে গিয়ে ধরুন! অন্যের দোষে আমি কেন শাস্তি পাব?
?!!

Boighar.com

এই দু ঘন্টা দেলোয়ার স্যারের অর্থনৈতিক পূর্বাভাস শুনতে হবে ভেবেই গায়ে কাঁটা দিচ্ছে!

ও! আমি তো ভুলেই গিয়েছিলাম যে, দেলোয়ার ভাই এখন প্যাঁচাল দেবেন!

এক মিনিট!

এই কুশনটা নিয়ে এলাম! দু ঘন্টার মিটিংটা জমবে ভালো!
বক বক!

কী সুন্দর বিকেল! আর কী সুন্দর লাগছে তোমাকে! তোমার উচিত এই বিকেলটা উপভোগ করা।

অযথা মেজাজ খারাপ করে লাভ কী? আজ আমরা না হয় লেক সাইডে না বেড়ালাম!

আজ না হয় একটু মোটর ওয়ার্কশপেই বেড়ালাম!

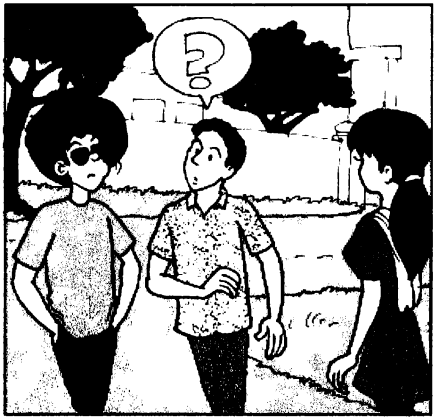
?

দোস্ত, চুইংগাম কই পেলি? একটা আমায় দে না!

কিসের চুইংগাম! মেয়েটা যাচ্ছিল। তাই চুইংগাম চাবানোর ভান করলাম COOL দেখায় বলে!

গোল! গোল!

আগেই বলেছিলাম এই রেফারিটা চোর; ওদের দলের। অফসাইড তো দিলই না– দ্যাখ, ব্যাটা এখন কী করছে!!

গোল! গোল!
ইয়াহু!

Boighar.com

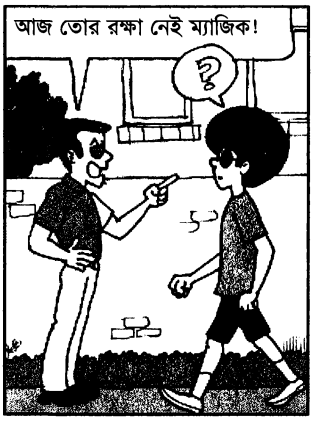
আজ তোর রক্ষা নেই ম্যাজিক!
?

বিশিষ্ট মাস্তান সালমান তোকে সাইজ করবে! সালমান?

সালমান? আরে এ কী! কই গেলি তুই সালমান?

একটু দাঁড়া ....উফ! ....আউ.... সালমান মনে হয় হিসু করতে গেছে... উঃ!

আমার বিশিষ্ট রংবাজ বন্ধু সালমান তোকে সাইজ করবে।

৫′ – ৭″

ছাতি ৩৩″

ক্লাবে মঞ্চস্থ করার জন্য যে নাটকটা লিখেছিস, সেটার শেষ দিকটা বেশ ঝুলে গেছে।

কাল থেকে রিহার্সেল শুরু। এখন নতুন করে শেষ অংশটা লেখা সম্ভব না।

তাহলে শেষ দৃশ্যে ভিলেনের বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করার দৃশ্যটা পরিবর্তন কর। বিষের বদলে সে বন্দুকের গুলি দিয়ে আত্মহত্যা করুক!
কেন? কী লাভ?

গুলির শব্দে সকল দর্শকরা জেগে উঠবে!

বয়েজ ক্লাব

?
?
টমেটো ৩০টাকা কেজি

কী ব্যাপার ভাইয়া, আপনি ক্লাবের সামনে টমেটো বিক্রি করছেন কেন?

একটু পর অডিটোরিয়ামে ম্যাজিকের নাটক শুরু হবে। কয় কেজি টমেটো চাও?

Boighar.com

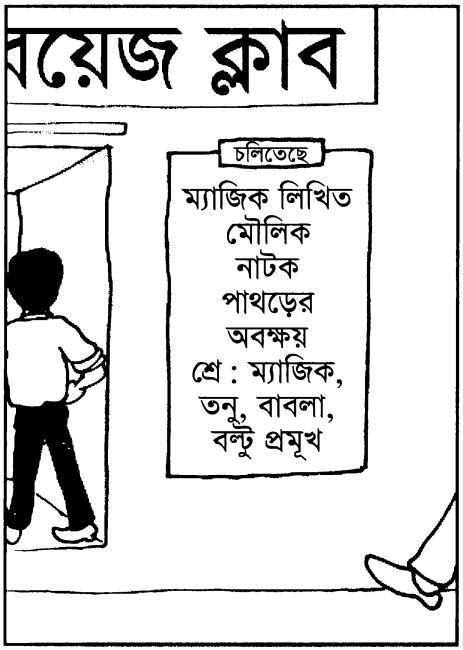
য়েজ ক্লাব
চলিতেছে
ম্যাজিক লিখিত
মৌলিক
নাটক
পাথড়ের
অবক্ষয়
শ্রে : ম্যাজিক,
তনু, বাবলা,
বল্টু প্রমূখ

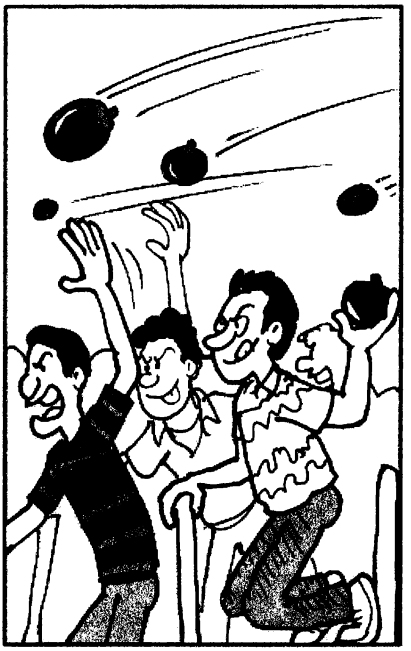

ছিঃ! ধিক! এই ক্লাবের এত অধঃপতন হয়েছে, তা এতদিন বুঝতে পারিনি।

আমাকে সবাই মিলে এতগুলো টমেটো আর ডিম মারলেন, অথচ একটাও আমার গায়ে লাগাতে পারলেন না? আবার ক্লাব করেন? ছিঃ! ধিক!
!!?!?!

আমাদের কর্মীদের ওপর জাতীয় ডিসকো পার্টির আক্রমণের প্রতিবাদ করে আমরা হরতাল ডাকব না। কারণ, আমরা বাংলাদেশ ব্যতিক্রমী পার্টি।

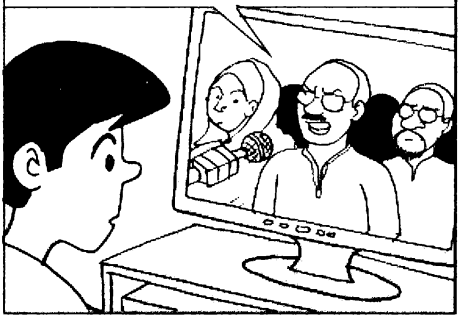

তবে আমরা একটা কর্মসূচি পালন করব যা হবে প্রতিবাদী কিন্তু অর্থনীতির জন্য ভালো।

....এই শুক্রবার আমরা কর্মদিবস হিসেবে পালন করব। মানুষদের অফিস করতে বাধ্য করব। অফিসে না গেলে গাড়ি-বাড়ি ভাংচুর করব!

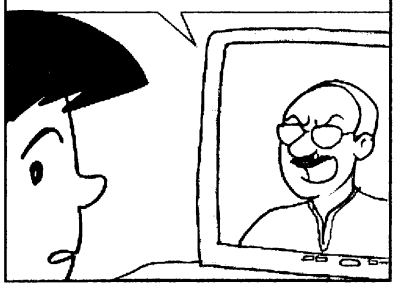

আপনার ব্যতিক্রমী পার্টি প্রতিবাদ হিসেবে এই শুক্রবারকে কর্মদিবস পালন করছেন শুনে ডিসকো পার্টি ঐ দিনই হরতাল ডেকেছে। এ ব্যাপারে....

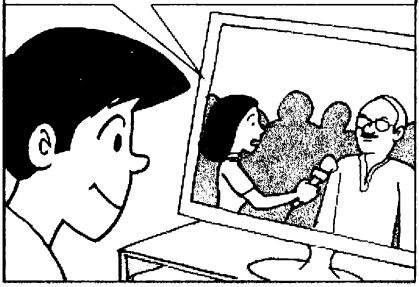

ডিসকো পার্টি হলো চোরের পার্টি। অন্যের কর্মসূচি হাইজ্যাক করা তার পেশা! বেশ!

আমরাও হরতাল ডাকতে বাধ্য হচ্ছি। তবে তা মানুষের ক্ষতি করবে না।

আগামী এক সপ্তাহ প্রতি রাত বারোটা থেকে ভোর ছয়টা পর্যন্ত হরতাল ঘোষণা দিলাম। ডিসকো পার্টি নিপাত যাক!

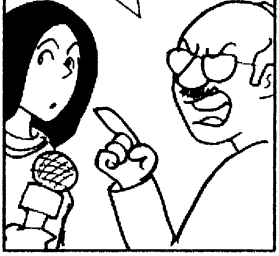

Boighar.com

বইঘর.কম

এসব কী হচ্ছে বেলু ভাই?

যা দিনকাল পড়ছে– চারিদিকে নকল। হেল্লেগা ভালো কইরা দেইখা লইতাছি!

তাই বলে আমি যেটা দিলাম সেটার আসল নকল চেক করার কি আছে?
বলা তো যায় না!

ওটা আমার স্বাক্ষর করা বাকির স্লিপ!

ভাই, আমি আমার মিরপুরের বাড়িটা বিক্রি করে ঢাকার বাইরে থাকতে চাই। ক্রেতা আছে?
বিক্রি করবেন কেন?

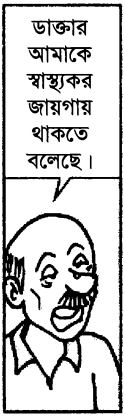
ডাক্তার আমাকে স্বাস্থ্যকর জায়গায় থাকতে বলেছে।

তাহলে এই এলাকায় চলে আসুন। এটা খুব স্বাস্থ্যকর জায়গা। এই দেখুন আমার স্বাস্থ্য কত ভালো!
আগে কি অসুস্থ ছিলেন?

প্রথম যখন এখানে এসেছি তখন তো হাঁটতেই পারতাম না। আস্তে আস্তে আমি একসময় হাঁটা শুরু করলাম। আর এখন...
আগে কোথায় ছিলেন?

কোথাও না। এখানেই। ঐ রাস্তার পাশের বাড়িতে যখন জন্ম তখন আমি খুবই দুর্বল ছিলাম।

Boighar.com

স্কুলের জন্য এই উপন্যাস-রিপোর্টটা লিখেছি। কম্পিউটারে লিখেছি তো, বেশ কিছু ভুলভাল আছে। দেখে দেবে?
অবশ্যই!

সত্যজিত রায় রচিত ফেলুদার সোনার কেল্লা উপন্যাস পরিক্রমা।

ফেলুদা একজন ঝানকখ্যই ছিলেন। তিনি সোনার কেল্লায় গিয়ে পড়চীৎংছঝ করেন। গল্পটি একটি কৎংশবে উপন্যাস!

চালাকি হচ্ছে? যাও, ঠিকমতো সোনারকেল্লা পড়ে নতুন করে রিপোর্ট লেখো!

মামুন তুমি ইতিহাস পরীক্ষায় ক্লাসে সবচেয়ে কম নম্বর পেয়েছ। ২৩। এত খারাপ হলো কেন?

এর জন্য দায়ী হচ্ছে শামীম!

ফেলু ছাত্র শামীম কী দোষ করল? সে তো অসুস্থ বলে এই পরীক্ষায় আসেনি!

সেটাই তো বলছি! শামীম পরীক্ষা দিলে আমি ক্লাসে সবচেয়ে কম নম্বর পেতাম না!

গেল! গেল! আমার পৃথিবী ভেঙে গেল!

তুই আমার পৃথিবীটা ধ্বংস করে দিলি!
ম্যাজিক?

এসব কী বলছিস? কে তোর পৃথিবী ধ্বংস করে দিল ম্যাজিক?

কে আর! ঐ গাধা মামুনটা!

ভাইয়া দু'ঘন্টা ধরে এই মডেল প্লেনটা বানানোর চেষ্টা করছি। কিন্তু হচ্ছে না। ব্যাপারটা কী দেখবে?

দেখি, প্লেনটা বানানোর নির্দেশিকায় কী আছে...

...এই মডেলটা যে কোনো পাঁচ বছরের শিশুও বানাতে পরবে। প্রথমে....

তাইতো বলি, এটা কেন বানাতে পারছি না। আমার বয়স নয়। আমি পাঁচ বছরের শিশুর জিনিস কীভাবে বানাই?

Boighar.com

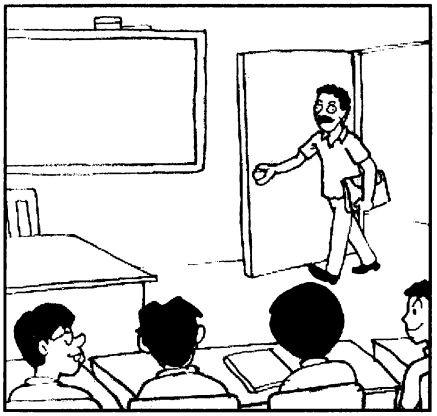

খ্যাক!
খ্যাক!

ভুলে যাস নে, একসময় আমিও ছাত্র ছিলাম!

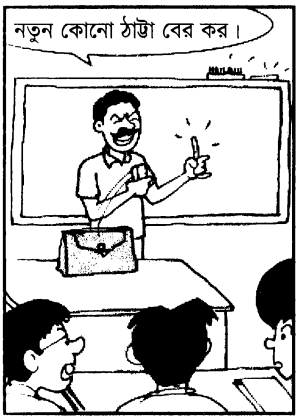
নতুন কোনো ঠাট্টা বের কর।

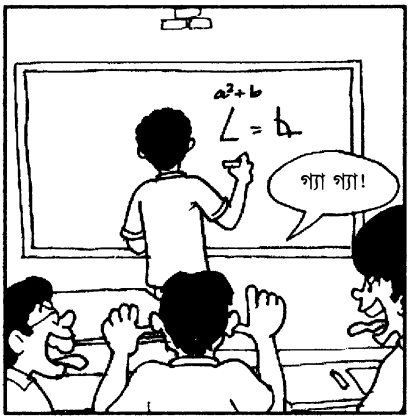
গ্যা গ্যা!

আরে পেছনে শাহাবের কী হলো?

গ্যা গ্যা গ্যা গ্যা!

এবার তোমার জন্মবার্ষিকীটা বড়ো করে পালন করব!
না! না! বেশি বড়ো করাটা ঠিক হবে না।

জন্মবার্ষিকী না বাবা। জন্মদিন। বিয়ের বার্ষিকী হয়। মৃত্যুর বার্ষিকী হয়, কিন্তু জন্মেরটা শুধু দিন!

তোর মায়ের ক্ষেত্রে জন্মবার্ষিকী। যেমন, সামনে আসছে ওর ৩০ তম জন্মদিনের ২৮ তম বার্ষিকী!

আশ্চর্য! মাত্র এক মিনিট আগে এখানে গরুর মাংসের ভুনাটা রাখলাম– কোথায় গেল?

তালিব? এখানে এক বাটি গরুর মাংস ছিল। ওটা কোথায় গেল– তা কি দেখেছ?
না! দেখিনি!

কী ভৌতিক ব্যাপার! সত্যি তুমি দেখনি?

বললাম তো দেখিনি! আমি সত্যি কথা বলছি!

Boighar.com

হ্যালো? হ্যালো? আশ্চর্য! কথা বলছ না কেন? আমি গতকালের আচরণের জন্য সরি বলেছি তো!
কেবল দীর্ঘনিশ্বাস ফেলছ কেন? এর মানে কী?
অমন দীর্ঘনিশ্বাস আমিও ছাড়তে পারি।
ভোস!

আমি মোটেও অমন ষাঁড়ের মতো দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিনি!
তাই?

আরে বাবা, বললাম তো সরি। গতরাতে ফোন না করে ঘুমিয়ে যাওয়াটা ভুল ছিল।

এত ভাব দেখাচ্ছ যে! খামোখা ফোন নিয়ে ব্যস্ততার ভান করছ কেন?

?
পিং পিং

< রিয়া > ওসব মিষ্টি কথায় চিড়া ভিজবে না। আমি তোমার সাথে কথা বলব না!

বাঃ! এক বস্তা টসটসে আম!

খবরদার! এই আম খাস নে!
?

এ আম কিনে এনেছে তোর আসাদ চাচা!

আমার কুখ্যাত খালাতো ভাই আসাদ। সে সৌদি আরবে আম কেনে আর রাজশাহী থেকে খেজুর কেনে। ওর কেনা জিনিস খেতে নেই!

আচ্ছা আসাদ চাচা, শুনেছি তুমি ডজন খানেক প্রেম করেছ। তাহলে এখনো বিয়ে করনি কেন?

প্রেম এক জিনিস আর বিয়ে আরেক জিনিসরে পাগলা!

জীবনে একটা মেয়েকেই বিয়ে করতে চেয়েছিলাম। ফারহানা আহা কত সুন্দর! কত লাজুক!

সে আমার পাঠানো ঘটকের সাথে পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করেছে। তারপর আর বিয়ে করিনি।

Boighar.com

আসাদ চাচা, তুমি তো স্কুলে ভালো ছাত্র ছিলে। মেট্রিকের পর আর পড়াশোনা করতে চাইলে না কেন?

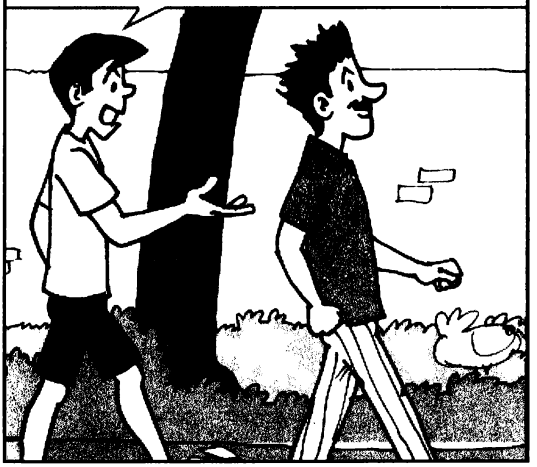

কে বলেছে আমি পড়াশোনা করতে চাইনি! আমি তো ঠিকই কলেজে গিয়েছিলাম!

ওরা আমাকে হিংসা করে কলেজ থেকে বের করে দিল!

কোন কলেজ?

বদরুন্নেসা মহিলা কলেজ। মেয়েগুলো খুব সুন্দরী ছিল!

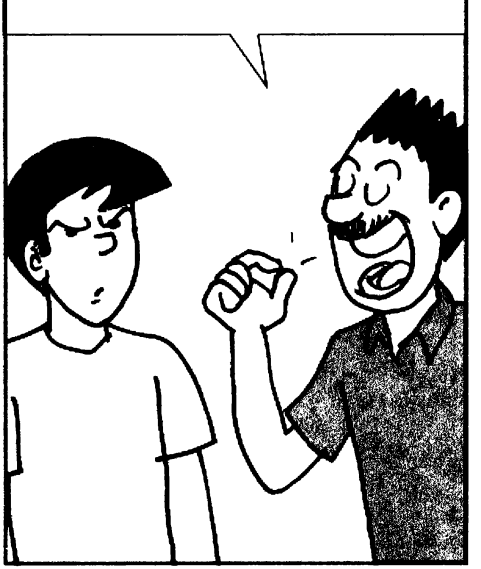

রহমানিয়া হোটেল
ঐ দ্যাখ, রানা এলো!

প্যাটকাটা আবার তার বান্দরবন ভ্রমণের প্যাঁচাল শুরু করবে!
অসহ্য। আমি কেটে পড়ছি! শুনব না!

দোস্তরা, কী খাবি? নান-কাবাব? আমি তোদের খাওয়াব!

চমৎকার! তাহলে তোর বান্দরবনের অসমাপ্ত গল্পগুলো শুনতে পারব!
সেটাই তো বলতে এলাম!

ওয়াক! খবিস রাব্বি!

তুই গোসল করিস না কয়দিন? তোর অবস্থা কী দেখেছিস?
কী অবস্থা?

তোর গায়ে মাছি বসে থাকে। এর মানে কী?

এর মানে আমি ফর্মালিন মুক্ত।

Boighar.com

আমার কোন কথাটা বিজ্ঞানসম্মত নয় বললেন তালিব ভাই?
ঐ যে বললেন– গরুর মাংস খেলে রক্তে চর্বি বাড়ে। আর শাকসব্জি বেশি খেলে নাকি ওজন কমে!
আরে গরুর মাংসের পাল্লায় পাল্লায় চর্বি। খেলে তো আপনার রক্তে চর্বি বাড়বেই। আর শাকসব্জি চর্বি মুক্ত বলে এটা বেশি খেলে ওজন কমাতে ভূমিকা রাখে।
তাহলে বলুন তো, গরু কী অন্য গরুর মাংস খেয়ে মোটা হয়? সে তো খায় ঘাস!
ঘাসে চর্বি না থাকলে গরুর মাংসে এত চর্বি আসে কোথা থেকে? অতএব আপনার কথাটা অবৈজ্ঞানিক।

বইঘর.কম

MANAGING
DIRECTOR

বেসিক আমাকে আজ চরম অপমান করেছে। আমি চাকরি করব না।
কী করেছে সে?

সে হঠাৎ এসে বলে আমি এই হাস্যকর টুপিটা কোথা থেকে কিনেছি!

আপনার টুপিটা যদিও একটু উদ্ভট, কিন্তু আপনার ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে বেসিকের প্রশ্ন করা ঠিক হয়নি!

আপনার চুলকে হাস্যকর টুপি বলে ভুল করেছি। সরি! আমি বরাবর এটা টুপি বলে মনে করতাম!

এটা ১০০% চুল। টুপি কিংবা ক্যাপ না। ধরে দেখো!

হুঁ! সত্যিই তো চুল। আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত হাদ্দাদ সাহেব।

তোমার সাথে বাজি ধরে সুবিধা নেই। কীভাবে তুমি হাদ্দাদের চুল টেনে দিতে পারলে!!

Boighar.com

কী ব্যাপার বু, তুমি খাচ্ছ না কেন? তোমার কি শরীর খারাপ হলো?

দুধের বদলে অন্য কিছু খাবে? মিষ্টি? দই? বলো!

কী ব্যাপার, কিছু বলছ না কেন?

এই বেয়াদপ! এত প্রশ্ন করছি অথচ কোনো কথা বলছিস না কেন? মারব একটা চড়!

তোর কুকুরটা যতই কিউট হোক, সে পুরানো জুতো পেলেই হয়। দ্যাখ, আমার চপ্পলের কী অবস্থা করেছে!

বেচারাকে মাফ করে দাও বাবা!

এই তোর লাঞ্চ বু। জুতা ভাজি। সস দেব?

ভাবি তুমি যদি মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত আসামি হও, তোমার শেষ ইচ্ছে কী হবে?
কী বাজে প্রশ্ন! কেন আমি...

আরে এত সিরিয়াস হচ্ছ কেন? বলো না শেষ ইচ্ছে কী হবে? আমি আমারটা বলি?

আমি বলব এমন জোক শোনাতে, যাতে হাসতে হাসতে মরে যাই!
আমি বলব আমাকে যেন সোনার চেন দিয়ে ফাঁসিতে লটকায়। বড়োলোকি মৃত্যু!

এত ব্যায়াম করেও তুমি ওজন কমাতে পার না কেন জানো? কারণ, তোমার ইচ্ছাশক্তি দুর্বল। তুমি কেক, আইসক্রিম কিংবা গরুর মাংস সামলাতে পার না।

আর তোমার বুঝি সাংঘাতিক ইচ্ছাশক্তি? তুমি তো শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাচ্ছ, না?

হেসো না। আমার ইচ্ছাশক্তি কিন্তু শক্তিশালী। চাইলে আমি সব পারি!

কিন্তু আমি নিজেকে ঐসব কেক-আইসক্রিম থেকে বঞ্চিত করতে চাই না!

Boighar.com

পাঁচে দাও।

2

না! আমি এই জঘন্য মোটর সাইকেল আর রাখব না। দুদিন পরপর খারাপ হয়। তুই একটা বিজ্ঞাপন লেখ, পত্রিকায় দেব!

লেখ: একটি ২৪০ সিসির হার্লি ডেভিডসন মোটর সাইকেল বিক্রি হবে।

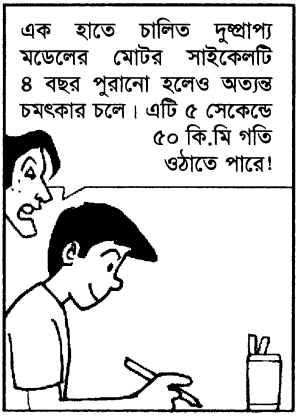
এক হাতে চালিত দুষ্প্রাপ্য মডেলের মোটর সাইকেলটি ৪ বছর পুরানো হলেও অত্যন্ত চমৎকার চলে। এটি ৫ সেকেন্ডে ৫০ কি.মি গতি ওঠাতে পারে!

না রে! মোটর সাইকেলটা বেশি জোশ। এটা বিক্রি করব না!

দোস্ত, এক গ্লাস ঠাণ্ডা পানি খাওয়া।

এ কী! তোর ফ্রিজের এই হাল কেন?

ও, এটা? ফ্রিজটা নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। একটা পুরানো এসি দিয়ে আমিই মেরামত করেছি। ঠাণ্ডাতো হচ্ছে!

Boighar.com

ম ম ম!

আচ্ছা ভাইয়া, এটা কি সত্যিই আম?

কী অদ্ভুত প্রশ্ন! এটা যে আম তা নিয়ে সন্দেহ হচ্ছে কেন?

না; মানে আমি সচরাচর যে আমের জুসের কোল্ড ড্রিংক খাই তার সাথে স্বাদে মিলছে না!

বাঃ! একটা কেঁচো!

কী সুন্দর দুটো কেঁচো হয়ে গেল!

নিঃসঙ্গতা দূর করার জন্য নিশ্চয় কেঁচোটা আমাকে দোয়া করছে!

আয় আমরা উড়ি!

ই ই ই

বাঁচাও! বাঁচাও! আমি সাঁতার জানি না!

হ্যাঁ! বাঁচাও! বাঁচাও! আমি উড়তে জানি না!

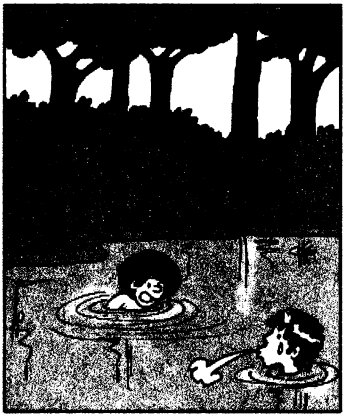

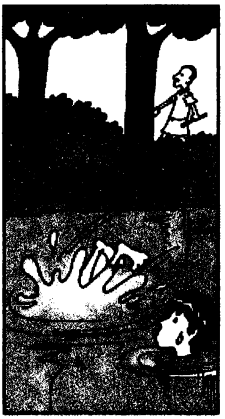

(ফিসফিস) ... ওদিকে ঘুরিস না... ঐ যায় দারোয়ান!

আমার মাথার পেছনে ফিসফিসিয়ে কী বলিস? আমার মুখ এই দিকে।

Boighar.com

তিনদিনের জন্য নানা বাড়ি যাবে? তিনদিন তোমাকে দেখব না! আমি খুব মিস করব তোমাকে।

সত্যি? কত মিস করবে?

তিনদিনে আমার স্মৃতিপটে তোমার চেহারাটা ঘোলা হয়ে যাবে!

তাহলে তোমাকে একস্ট্রা ৫ মিনিট সময় দিলাম। ভালো করে আমায় দেখে নাও!

আমি যদি তোমার চুলের ভেতর হাত ঢোকাই, তুমি কি মাইন্ড করবে?
অবশ্যই না!

হি হি হি হি!

আমার মানিব্যাগ!
আমার মানিব্যাগ!

বক বক!
এক মিনিট দোস্ত!
50% OFF

কী খবর বেসিক? ভালো তো?
এ্যা? জি কাদের ভাই!
50% OFF

কাদের ভাই তোর কাছে কত টাকা পায়?
এই ৭-৮ লাখ!

এসব কী হচ্ছে রে হিল্লোল? কাকে থামতে বলছিস?

একা একা সময় কাটাতে নিজেকে জোকস শোনাচ্ছিলাম!

আর এভাবে হাত দেখাচ্ছিলি কাকে?

নিজেকেই। যখনি আমি কোনো পুরানো জোকস বলার চেষ্টা করছি, তখন হাত তুলে নিজেকে থামাচ্ছিলাম!

Boighar.com

আধ ঘন্টা ধরে কে বাথরুম আটকে রেখেছে? এ্যাঁ?

সরি! আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

সরি বস! আজ একটু উল্টোপাল্টা হয়ে আছি! আজ ছুটি নিলেই ভালো হতো!
কী হয়েছে?

রাতে জ্বর ছিল। মা বলল আজ ছুটি নে। তবুও সকালে অফিসে এলাম। একটা মিটিংয়ে নাক ডেকে ঘুমালাম।
তো?

১১টার সময় এক মক্কেলের সাথে ব্যাংকঋণ দেয়া নিয়ে তর্কও করলাম।

এরপর বুঝলাম আমি অন্য এক অফিসে, অন্য লোকের টেবিলে বসে অফিস করছি। এরপর এখানে এলাম।

তোমাকে কখনোই চেয়ারে পাওয়া যায় না। পরের বার তোমাকে চেয়ারে না পেলে আমি অভিযোগ করব,
ফাঁকিবাজি!

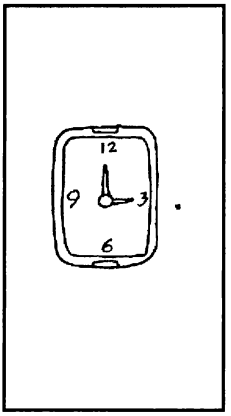
12
9
3
6

আবারো কাজ ফেলে ঘুরে বেড়াচ্ছ? এবার আমি কমপ্লেন করব।

কিন্তু আমি তো চেয়ার ছেড়ে উঠিনি! চা খাবেন?

কী ব্যাপার? আপনি ১৫ মিনিট ফোন ধরে বসে আছেন, অথচ কথা বলছেন না। আপনি কি আমার সাথে ভাব নিচ্ছেন?

সরি! কিন্তু কী করব। আমি আমার স্ত্রীর সাথে কথা বলছি। একটু ধৈর্য ধরো।

Boighar.com

এসো রিয়া, একটু বৃষ্টিতে ভিজি!

উহু! আজ ভেজার কোনো ইচ্ছে নেই। তুমি ভেজো!

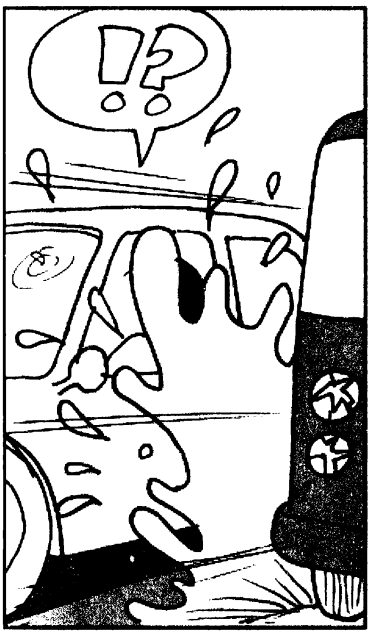
!?

... এখন ব্যাপারটা উপভোগের চেষ্টা করো!
অসভ্য জংলি বাস!

বইঘর.কম

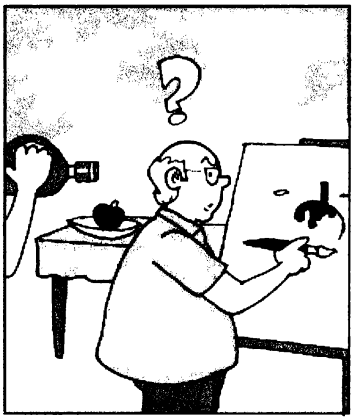

এই ছোড়া! আমার ঘাড়ের পেছন থেকে কী সব ভিডিও করছিস? ভাগ!

ফিল্মের শুটিং করছি বাবা! তুমি আঁকো!
ফিল্ম! কী ফিল্ম?

আর্ট ফিল্ম বাবা। এই ফিল্মের নাম আপেলের অবক্ষয়!

হঠাৎ এত পড়াশোনা করছিস যে? পরীক্ষা নাকি?

তারচেয়েও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ... আমি একটা মোক্ষম ফেসবুক স্ট্যাটাস লেখার প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম!

Boighar.com

গোবরে টিবি তো কী হয়েছে। ওটা শক্ত। দৌড়ে বলটা নিয়ে আয়।
তুই কিক দিয়ে ওখানে ফেলেছিস। তুই নিয়ে আয়!

এত ভয় কেন? ঐ গোবর শুকিয়ে কাঠ। দেখছিস না ঘাস গজিয়েছে?
তাহলে তুই যা!

কোনো ব্যাপার না!

হা হা! খুব মজা নিচ্ছিস না? খুব হাস্যকর না? আমার এই ত্যাগের মূল্য নেই, না?

৫ মিনিট আগে খেলার মাঠের কোনার গোবরের পাহাড়ে ম্যাজিক ডুবে গিয়েছিল। হা হা!
হা হা!

১৩ নাম্বার!

১৪..১৪..১৪...
খবরদার ম্যাজিক! আমি তোর বড়ো ভাই কিন্তু!

আমার অবর্তমানে ভুলেও আমার ঘরে ঢুকে ঘর পরিষ্কার করার চেষ্টা করবে না। খবরদার!

বললেই হলো! ওর ঘর একদম ধুলোয় ঢেকে গেছে। পরিষ্কার তো করতেই হবে!

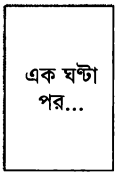
এক ঘন্টা পর...

দেখি ব্যাটা কীভাবে বোঝে যে আমি ওর ঘর থেকে এক মন ময়লা বের করেছি!

আমি মোটেও তোকে বেশি দামে স্ট্যাম্প কিনিয়ে ঠকাইনি!
তুই ৬ মাস আগে ৫০০ টাকা নিয়ে ঐ স্ট্যাম্প আমাকে গছিয়েছিলি!

বলেছিলি ছয়মাসের মধ্যে ওটার দাম ৫০০০ টাকা না হলে নাকি আমি ওটা বিক্রিই করব না। অথচ আজ দুই স্ট্যাম্প কালেকটর ওটার দাম বলেছে মাত্র ৫ টাকা!

তুই কি ঐ দামে স্ট্যাম্পটা বিক্রি করেছিস?
না

তো আমি কী বলেছিলাম? ৫০০০ টাকা দাম না হলে বিক্রি করিস না!

Boighar.com

বুঝলে এমডি, গতকাল সন্ধ্যায় আমি নিজেই আমার ছাদহীন স্পোর্টস কার ল্যাম্বোগিনি চালালাম।

এয়ারপোর্ট রোড দিয়ে ১৫০ কিলোমিটার বেগে দিলাম টান।

বাতাসে আমার চুলগুলো উড়ছিল। দারুণ এক অনুভূতি।

স্যার, তাহলে ঐ বাতাসেই আপনার সবগুলো চুল উড়ে গেছে!

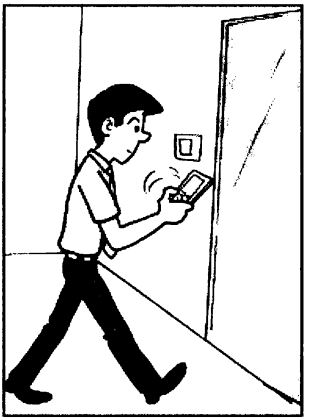

কী খবর বেসিক?

সালাম স্যার....উঃ!
দৌড়ের ওপর SMS করলে এমনই হয়!

তুমি দাদুমনিকে কী বলেছ তা জানতে চাই না। উনি রাগ করেছেন। তুমি তাকে আগে সরি বলো!
উ!

মুঝে মাফ কর দো দাদুমনি!
!

ঐ ফাজিলটা আমাকে দেখলেই হিন্দিতে কথা বলে বলেই তো রাগ করেছিলাম।

মামুন তুমি যদি আরেকবার আমাকে দেখে হিন্দিতে কথা বল, আমি কিন্তু....

তো তেরে....

সবুর!

আমি মোটেও হিন্দি বলছিলাম না। দাদুকে প্রশ্ন করছিলামঃ এত তেড়ে উঠছ কেন!

Boighar.com

প্রতি ঈদে কিছু এলাকায় দেখবে কয়েকটা "ক্ষ্যাৎ" ছেলেপুলে শামিয়ানা টাঙ্গিয়ে উচ্চ শব্দে গান শোনে। এটাই তাদের ঈদ।

বাঃ! তোমাদের পাড়ার ছেলেরাও দেখছি গান ছেড়ে নাচছে!
I'M NEVER GONNA DANCE AGAIN!

না! না! আমরা নাচি না! আমরা ব্যায়াম করছি। সত্যি!

ঈদ মোবারক চাচা, চাচি, বেসিক ভাইয়া!

বেসিক ভাইয়া?

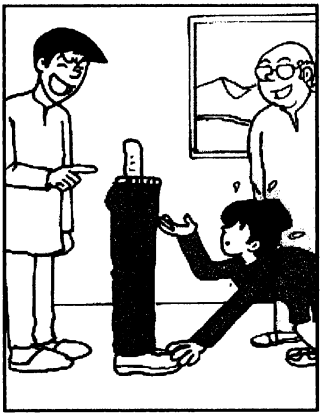

হাউমাউ করিস না। আমি এক মিনিটে আসছি!

খালা আমি হিল্লোলের কাছে এসেছি!

হিল্লোল?

দোস্ত.... আমার মাথাটা শার্টের হাতায় আটকে গেছে। খুলে দে!

শার্ট পরতে গিয়ে হাতায় আমার মাথা আটকে গিয়েছিল বলে এত হাসির কি আছে? ভুল তো হতেই পারে!

এমন ভুল কোনো মানুষ জীবনেও করতে পারে না! হা হা হা.....!

অবশ্যই পারে। এর চেয়েও বড় ভুল আমি করেছি। কিন্তু তোকে বলা যাবে না!

...আন্ডারওয়্যারটা কি ঠিকভাবে পরেছি?
কী? মাথায় প্যান্ট আটকে গিয়েছিল? বল না!

Boighar.com

এক মাস হয়ে গেল বেসিক ১০০০ টাকা ধার নিয়ে ফেরত দেয় না। চালাকি।
আর ওর কোনো চাপা মানব না। টাকা আদায় করে ছাড়বই ছাড়ব!
হ্যাঁ রে দোস্ত, আমাকে আরও ৫০০ টাকা ধার দিবি? একবারে ১৫০০ টাকা শোধ করে দেব!
আশ্চর্য! শাফকাতটা কোনো উত্তর না দিয়ে দৌড় পালাল কেন?
দোস্ত, শাফকাতের জরুরিভাবে ১০০০ টাকা লাগবে। ও একজনের থেকে ধার করেছিল। এখন ঐ লোকের ভয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে!
বলিস কী! ও কেন পালিয়ে বেড়াবে? মাত্রই তো ১০০০ টাকা।
কারণ, যে টাকা দিয়েছিল সে মহা কিপ্টা। আজ টাকা না পেলে শাফকাতকে ফাটিয়ে দেবে!
শাফকাতকে ফাটিয়ে দেবে কোন সেই রংবাজ?
আমি!

বইঘর.কম

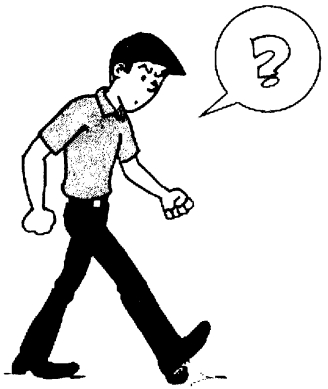
?

এই জুতাটা একটু ঠিক করে দেন ভাই!

এটা কিন্তু বাড়াবাড়ি হচ্ছে!

কী বিপদজনক! এই ব্যাটারিচালিত রিকশা নিষিদ্ধ করে দেয়া উচিৎ!
সাই

হা! কারণ, আমার রিশকা আপনের গাড়ির থেকা বেশি জোরে চলে! হিংসা করেন, না? এইডা রকেট! রকেট!

খুব হিংসা লাগছে নভোচারী রিকশাওয়ালা!
ধড়াম!

Boighar.com

হাঃ হাঃ
হুক্কাইডো ডেন্টাল
ডঃ টিংকু এখানে বসে

হোক্কাইডো ডেন্টালের সাইনবোর্ডে মেয়েটা হাসছে কেন? কোনো মানুষ কি ডেন্টিস্টের কাছে গিয়ে হাসি মুখ রাখতে পারে?
হয়তো পারে!

হোক্কাইডো ডেন্টালের ডাক্তারটা নিশ্চয় খুব হাস্যকর!
NIX

আমি ডেন্টিস্ট টিংকু। আমার সাইনবোর্ডে হাসি মুখের মেয়েটাকে নিয়ে আপনাদের আপত্তি কেন?
NIX

ডেন্টিস্টের কাছে গিয়ে কি মানুষ হাসে? ঐ ছবিটা অস্বাভাবিক!

তো মানুষ কেমন করে? দেখান দেখি!

এবার ঠিক আছে!

ভয়ের কিছু নেই। আমার এখানে ব্যথাহীন দন্ত চিকিৎসা হয়!
NIX
হুক্কাইডো ডেন্টাল
ডঃ টিংকু এখানে বসে
NIX

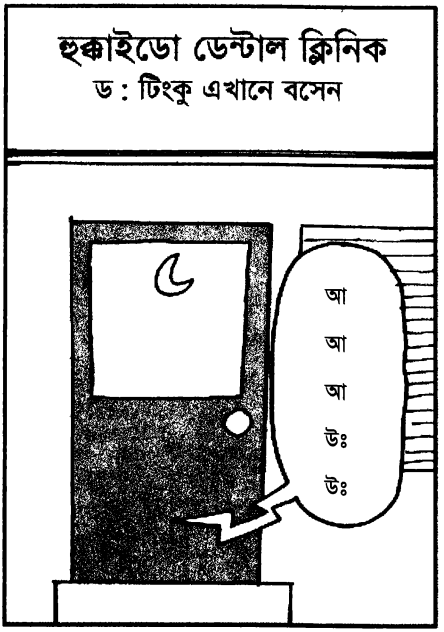
হুক্কাইডো ডেন্টাল ক্লিনিক
ড : টিংকু এখানে বসেন
আ
আ
আ
উঃ
উঃ

আঃ
উঃ
উঃ
সে কী! আমি তো আপনার দাঁত দেখাই শুরু করিনি। চেঁচাচ্ছেন কেন?

Boighar.com

১২০০ টাকা দিয়ে শাড়িটা কিনলাম!
দারুণ!

কী হলো কই যাচ্ছ?

শাড়িটা পাল্টে আনছি। একবার পরার পর পুরানো পুরানো লাগছে!

এ নিয়ে তুমি তিনবার নতুন শাড়িটা পাল্টে আনলে! দোকানদার কী মনে করল?

আমি বরাবর এভাবেই শাড়ি কিনি। একবার পরে দেখলে যে শাড়ি পুরানো-পুরানো লাগে সেটা পাল্টে এমন একটা আনি যেটা নতুন মনে হয়। দোকানদার জানে।

ও, তাহলে হয়ত দোকানদার অন্য মহিলাদেরও শাড়ি পাল্টে দেয়। এখন যেটা এনেছ, সেটাও নিশ্চয় আগে কেউ পরে দেখেছে।

ঠিকই তো। যাই এটাও পাল্টে আনি!

সত্যি ম্যাডেস্ট! একটা শাড়ি কিনে ৫ বার পাল্টে এনেছ? তুমি সহজে সন্তুষ্ট হতে পার না?

একটা জিনিস কিনে তৃপ্ত না হলে কী করব, এ্যাঁ?

অন্য মানুষ মরে গেলে বেহেস্ত কিংবা দোযখে যাবে, কিন্তু মলির অতৃপ্ত আত্মা রয়ে যাবে গাউসিয়া মার্কেটে।

সেখানে তার ভূত "শাড়ি" "শাড়ি" বলে ঘুরে বেড়াবে। লোকে তাকে বলবে শাড়িকা ভূত!
চোপ!

বললাম যে আমি কানে একটা দুল লাগাব। এটাই এখনকার ফ্যাশন!
ওসব আজেবাজে ফ্যাশন ভদ্রছেলেরা করে না!

তুমি আমার প্রজন্মের ফ্যাশন নিয়ে কী জানো, এ্যাঁ?

ইয়াক!
এহম!

আশা করি, আমি তাকে তার প্রজন্মের ফ্যাশনের শখ মিটিয়ে দিয়েছি।

Boighar.com

আচ্ছা ভাইয়া, দুটো বিজোড় সংখ্যা যোগ করলে জোড় সংখ্যা হয়! আর মাইনাসে মাইনাসে প্লাস হয়, তাই না?
হ্যাঁ

সেই সূত্রে দুটো খারাপ কাজ মিললে একটা ভালো কাজ হবে না?
মানে?

আমি আজ তোফাজ্জলের খাতা নকল করে অংক পরীক্ষা দিয়েছি!
ছিঃ! ঐ তোফাজ্জল না ফেলু ছাত্র?

হ্যাঁ। কিন্তু প্রথমে তোফাজ্জল ফাস্ট বয় সাব্বিরের খাতা নকল করে অংক করেছিল!

অনেক টিভি দেখেছ। এমন সুন্দর বিকেলে ঘরে বসে থেকে সময় নষ্টের মানে হয় না। যাও, বাইরে যাও।
কিন্তু...

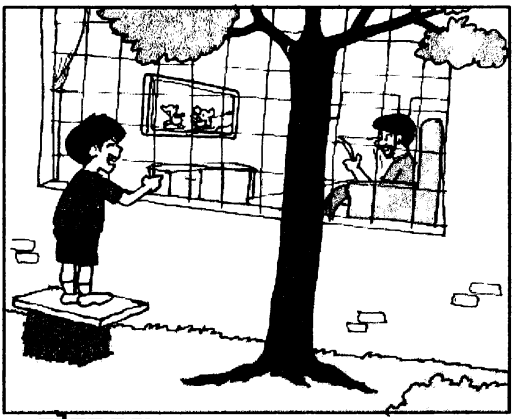

এখানেই চটপটিটা খেয়ে নেই,
কি বলো?

একস্ট্রা টক আর মশলা লাগলে
এখান থেকে নিয়ে নিও!

দয়া কইরা আপনের পেলেটটা সরান!

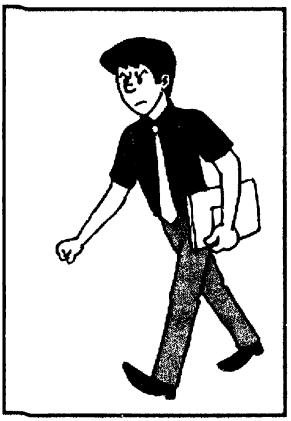

বেসিক! এই কাজটা...ও,
তুমি এখন ব্যস্ত, না?

বেসিক আমাকে
একটা...ও, ব্যস্ত?
ঠিক আছে, পরে!

তুমিও ব্যাপারটা ট্রাই করে দেখো। একটা
ফাইল নিয়ে গম্ভীর মুখে দ্রুত হাঁটতে
থাকবে– দেখবে কেউ তোমাকে কোনো
আলগা কাজ দেবে না।

Boighar.com

সরি আপা, এই হাসপাতালে কোনো আসক্তি নিরাময়ের চিকিৎসা হয় না। এটা সাধারণ হাসপাতাল।
MEDICAL

না, না, আমি আমার ছেলের কম্পিউটার আসক্তির চিকিৎসার জন্য আসিনি।

ওর হাড়-গোড়ের জোড়াগুলোর চিকিৎসা দরকার!

ডাক্তার আপু, পরশুদিন মাথায় একটা আঘাত পাবার পর থেকে আমি প্রচণ্ড ক্ষুধার্ত!
ব্যাংলা মোড়

কিন্তু আমি যতই খাচ্ছি, কিছুতেই আমার খিদা মিটছে না। সমস্যাটা কী?

মনে হচ্ছে আপনি সঠিকভাবে খেতে ভুলে গেছেন!

স্যার, একটু আগে আপনার কাছে বিদেশ থেকে ফোন এসেছিল। আমি তার ম্যাসেজটা লিখে রেখেছি!

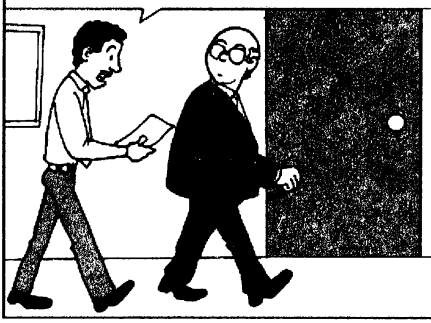

এসব কী? এই ম্যাসেজের আগা-মাথা কিছুই তো বুঝছি না!

জানি স্যার। আমিও ঐ লোকের ম্যাসেজের আগামাথা কিছু বুঝিনি!

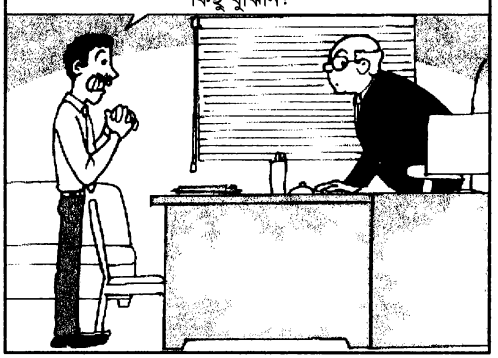

স্যার, আপনি গতকাল আমাকে বকেননি বলে খুব অস্বস্তিতে আছি! আপনি আমাকে উপেক্ষা করছেন?

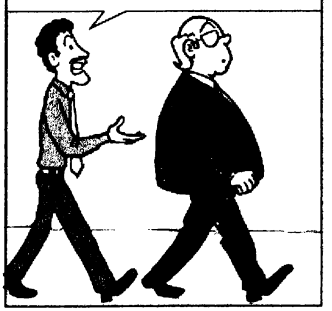

স্যার, গতকালের হিসাবে এত বড় ভুল করার জন্য একটা বকা আমার প্রাপ্য! কিন্তু কেন বকলেন না?

এই ইডিয়েট, চোপ! তোমার গাধামি সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে!

গতকালের হিসাবে কোনো ভুল ছিল না। তাই বকিনি। আর এখন বকলাম কারণ তুমি সঠিক জিনিসকে ভুল বলছ!

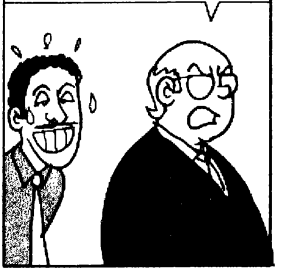

Boighar.com

ফুরর!
ফুরর!

ওকে মারব না কেন? ও আমাকে কেন হারুপার্টি ডাকল?

ইডিয়েটের দল, এখনো খেলাই শুরু হয়নি, টসে হারলে কেউ হারুপার্টি হয় না।

আমার ক্লাস টিচারটা খুবই বিরক্তিকর!

সে বার বার একই কথা বলে!

পরশু প্রশ্ন করল: বলো দেখি পেরুর রাজধানী কোথায়? বললাম জানি না!

তারপরও সে আজ আবার একই প্রশ্ন করল। তারপর অযথা আমায় বকল!

Boighar.com

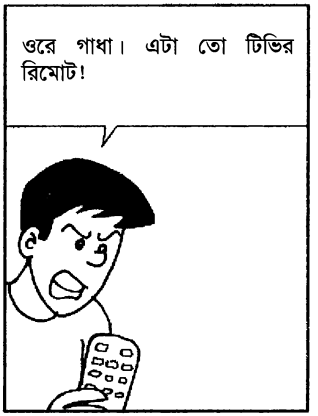

কখন থেকে তোকে মোবাইলে ফোন দিচ্ছি— তুই ধরছিস না!
আমার ফোনটা তো সকাল থেকে ডেড হয়ে আছে।
ওরে গাধা। এটা তো টিভির রিমোট!
তাইতো বলি, এই টিভির রিমোট থেকে খালি ফোনের রিং বাজে কেন!
আরে দ্যাখ, ঐ লোকটার চেহারাটা মোচ বাদ দিলে একদম আমার রুনা খালার মতো লাগছে না?
হুঁ!
ফাজলামি? আমাকে কেন রুনা খালার মতো লাগবে? আমার মোচ কোথায়?
রুনা খালার মোচ আছে!

বইঘর.কম

অই, যা আছে দে!

পকেটে কিছু নেই বলে ধার করতে যাচ্ছিলাম। রেগুলার ধার করি বলে বন্ধুগুলোও পালিয়ে বেড়াচ্ছে।

কম দামি একটা মোবাইল ছাড়া সাথে কিছুই নেই।

কিছু নেই বললে হবে না। এখানে দাঁড়িয়ে ভিক্ষা করে আমাকে টাকা দে!

যেভাবেই হোক টাকা দে, না হয় মারলাম এক...।

এক মিনিট! তুই সেন্ট্রাল পাবলিক স্কুলের ক্লাস এইটের জন, না? জন আমি বেসিক!

দোস্ত বেসিক!
দোস্ত জন!

সরি দোস্ত, ধরেই যখন ফেলেছি, যা আছে দে!

Boighar.com

তুই যদি বন্ধু হয়ে আমাকে ছিনতাই করিস তাহলে সব বন্ধুদের বলে দেব।
বল গিয়ে!

নাফিস, হিল্লোল, শাফকাত ....এই ৭ নাম্বারের মোড়ে জন আমাকে ছিনতাই করছে! হ্যাঁ, সেই ছোটকালের জন!

সবাই লাইন ধরে দাঁড়িয়ে এক এক করে মানিব্যাগ বের করে দে!
জন দোস্ত!

তুই পেশায় ছিনতাইকারী বলে বন্ধুদের ছিনতাই করছিস—মনে রাখিস, আমি কিন্তু ডাক্তার!
তো?

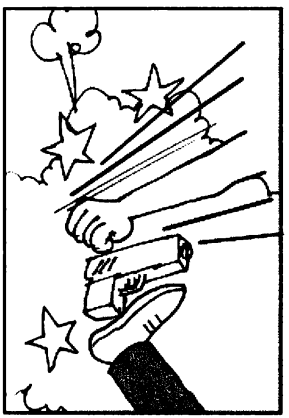

এবার আমার ক্লিনিকে আয়, দ্যাখ কত টাকা তোর খসাই!

বাবা আমাকে হত্যার ষড়যন্ত্র করছে!
১০০..২০০..৪০০? মাত্র ৪২০ টাকা?
বাবার ব্যবসা কী এত খারাপ হয়ে গেল যে, তার পকেটের অবস্থা আমার মতো?
এর বিচার করো! বাবা কেন আমার মানিব্যাগ চুরি করে তার কোটের পকেটে লুকিয়ে রেখেছে?

Boighar.com

ম্যাজিক? এই ম্যাজিক!
face book

ম্যাজিক? কী হলো ম্যাজিক? তুই কী FACEBOOK নিয়ে মশগুল? দাঁড়া!

?!

ম্যাডেস্ট আমাকে যদি প্রয়োজন হয়, নর্মালভাবে ডাকো। এভাবে আমার FACEBOOK WALL এ POST করে ডাকছ কেন?

সা আ আ!

রে এ এ এ এ!

ভাইয়েরা বোনদের জীবনে অন্য কী কাজে আসে?
গা মা মামা!

কাফি চৌধুরী হচ্ছে এক পাগল–ছাগল কবি। তার শখ হয়েছে গানের সিডি বের করবে। ওকে কীভাবে বলি যে, তার গান ভয়ংকর?
ফ্রেন্ড হিল্লোল, আমার রচিত, সুর দেয়া ও গাওয়া গানগুলো শুনে কেমন লাগল?
গানগুলো একটু পুরানো ধাঁচের হয়ে গেছে!
এগুলো পুরানো দিনের গান নকল করে বানিয়েছিলাম বলে এমন। এখন কিছু লেটেস্ট হিন্দি গান শুনে নকল করছি। ভালোই হবে আমার এলবাম!
হিল্লোল ফ্রেন্ড, দ্যাখ আজ কাকে সঙ্গে আনলাম! তোর বাবার বন্ধু কাদের শেখ, আমার ভক্ত।
HILLOL AUDIO
কাফি খুব গুণী ছেলে। দুর্দান্ত গায়। ওর ক্যাসেটটা দ্রুত বের করে দাও!
কিন্তু চাচা, আপনাকে কাফি কোথা থেকে পেল? আপনি তো ৫ বছর ধরে নিখোঁজ ......!
আজ সকালে ওনাকে পাগলাগারদ থেকে বের করে আমার গান শুনিয়েছি। উনি তো গান শুনে পাগল হয়ে গেলেন।

Boighar.com

এই কবি কাফি চৌধুরীর হাত থেকে বাঁচা। তার গলা জঘন্য। গানও খারাপ। তাও সে একটা গানের সিডি বের করতে আমাকে প্রচণ্ড চাপ দিচ্ছে।

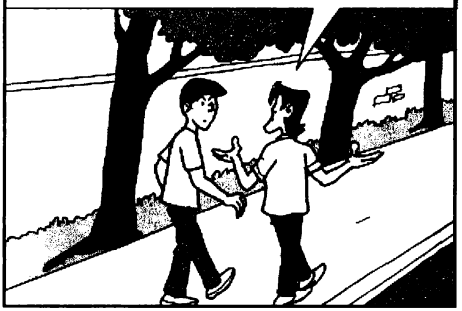

জানি তুই বলবি "না" করে দে। কিন্তু কাফি এখন পর্যন্ত আমাকে না বলার কোনো সুযোগই দিচ্ছে না।

এই যে ফ্রেন্ড হিল্লোল, আমার ক্যাসেট HEAVEN VOICE কবে বের করবি?

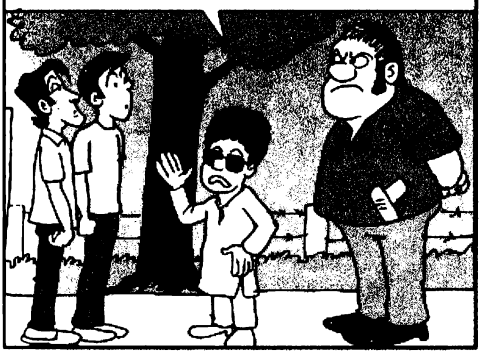

কি রে তুই অবশেষে কাফি চৌধুরীর জঘন্য গানের সিডি বের করলি?

না তো! বলিস কী?

এত দিন ব্যাটা তোকে চাপে রেখেছে- এবার ঐ ব্যাটাকে চাপে রাখার ব্যবস্থা করে দিলাম।

ঐ আসছে ছুটিরাজ মোর্শেদ ভাই। অফিসে এলেই উনি অসুস্থ। আর বাইরে গেলেই বন-জঙ্গলে অভিযানে চলে যায়।
উঃ আঃ

আর বোলো না। ডাক্তার ক'দিন রেস্ট নিতে বলেছে। পরশু রাতে আমার ব্রেন স্ট্রোক হয়েছিল। অল্পের জন্য বেঁচে গেছি।
এ্যাঁ?

কীভাবে অল্পের জন্য বাঁচলেন? স্ট্রোকটা কী ব্রেনের পাশ দিয়ে সাইট করে চলে গিয়েছেল!
আমি কি বানিয়ে বলছি?

আমরা কখনো ছুটি পাইনা আর মোর্শেদ ভাই অসুস্থার ভান করে প্রতি মাসে ৭-৮ দিন ছুটি কাটায়!
উঃ আঃ
BANGU BANK

উঃ আঃ উঃ আঃ

ইয়াহু!
কুয়াকটা!

উঃ আঃ

Boighar.com

শুনলাম আপনি ম্যানহোলে পড়ে মাথায় বেশ আঘাত পেয়েছেন। এখন কেমন আছেন মোর্শেদ ভাই?

এখন ভালো। কিন্তু ডাক্তার আমার ওপর যেসব বিধি-নিষেধ দিচ্ছে তা মানলে আমার চাকরি চলে যাবে।

আমি ওনাকে ৭ দিন বেডরেস্ট নিতে বলেছি।
উনি তো বিশ্রাম নিতে ৭ দিন ছুটিও নিয়েছে!
বিশ্রাম নিয়ে ছুটি নষ্ট? অসম্ভব!

...তারপর বেসিক যখন এমডির দিকে তাকিয়ে বসতে গেল, আমি পেছন থেকে দিলাম চেয়ার সরিয়ে! আর বেসিক একদম চিৎপটাং!
হা হা হা হা..

...তারপর মোর্শেদ ভাই আমাকে ওঠাতে যেই উপুড় হয়েছে, অমনি তার প্যান্ট ফড়াৎ করে ছিঁড়ে গেল। সেটা পেছন থেকে চেয়ারম্যান স্যার দেখেছেন!
হা হা!

এক মিনিট... এতে হাসির কী হলো? তাছাড়া আমার প্যান্ট ছিঁড়েনি। ছিঁড়লেও ওটা হাসির কিছু হলো না!

অফিসের পরিবেশ আরো ভালো করার জন্য এই সাজেশন বক্সটা এখানে দিলাম।
সাজেশন বক্স

তোমরা নিজের নাম না দিয়ে নির্ভয়ে সাজেশন দিতে পারো। অভিযোগও করতে পারো। এতে কেউ ঝামেলায় পড়বে না।

স্যার, তাহলে বাক্সটা ঐ সিকিউরিটি ক্যামেরার কাছে কেন?
সাজেশন বাক্স

তুমি এখানে ১০ বছর ধরে হিসাব বিভাগে কাজ করছ। কিন্তু তোমার কোনো উন্নতি নেই!

উন্নতি চাইলে তুমি নিজেকে প্রশ্ন করো ৩ বছর পর নিজেকে কীভাবে দেখতে চাও!

সে প্রশ্ন আমি নিজেকে ইতোমধ্যেই করেছি।

তিন বছর পর স্যার, আমি নিজেকে বিমানের পাইলট হিসেবে দেখতে চাই!

Boighar.com

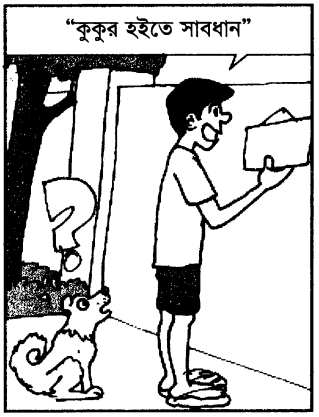

শোন বু। তোর এ বাসায় থাকা উপলক্ষে একটা সাইনবোর্ড লাগাচ্ছি।
"কুকুর হইতে সাবধান"
আরে পালাচ্ছিস কোথায়? তুই– ই তো সেই কুকুর!
কুইই!
আপনার কুকুর? এটা তো কুকুর না, DOG!
আইচ্ছা, এইটা পেলে কী লাভ হইতেছে?
ইয়ে...এটা পেলে কী লাভ?
ও ডিম দেয়, আমরা খাই। প্রতি মাসে ১০% লভ্যাংশও দেয়!

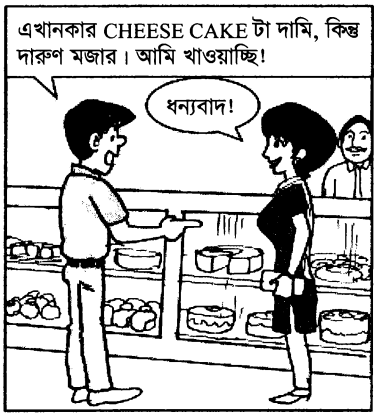
এখানকার CHEESE CAKE টা দামি, কিন্তু দারুণ মজার। আমি খাওয়াচ্ছি!
ধন্যবাদ!

মমম!
দারুণ টেস্ট!

হুঁ, তবে এসব খেলে এক দিনেই মোটা হয়ে যাবে?

এটা তুমি খাও! এক চামচ খেয়েছি! আমার কী হবে!
মমম!

আপনিই সাজেস্ট করুন দেখি– ডিনারের সেরা খাবারটা আজ কী?

সিজলিং বিফ স্টেকটা দারুণ। আমি মনে করি ওটাই সেরা খাবার।

সিজলিং বিফ স্টেকতো মেনুতে দেখছি না!
Menu

ওটা আমরা বানাই না। উপরতলার সিজলিং রেস্টুরেন্টে যান।

Boighar.com

এখানে দাঁড়িয়ে কী করছিস এতক্ষণ? খেলবি না?

একটু উঁচুতে দাঁড়িয়ে একটু ভিন্ন দৃষ্টিতে সমাজকে দেখার চেষ্টা করছি!

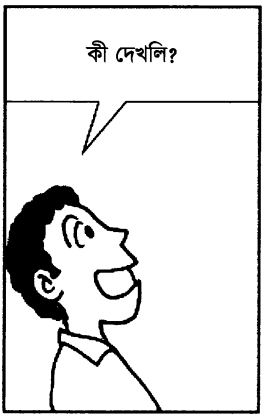
কী দেখলি?

প্রচুর খুশকি!

হরিণ

ঠাস!

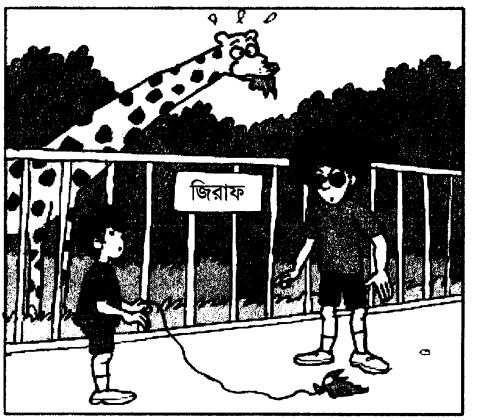
জিরাফ

হাঃ হাঃ পেয়েছি। তোকে সাইজ করব বলে কুংফু প্র্যাকটিস করছি।
??

ইয়ায়ায়ায়ায়া
য়া য়া!

বেশি চেঁচাস!
...এরপরের বার এত সৌভাগ্য তোর হবে না। ততদিনে মারামারিটা শিখে যাব!

Boighar.com

তুমি যে সবসময় চোখে চোখ রেখে কথা বল, এ জিনিসটা আমি খুব ভালোবাসি। কারণ, তোমার ভেতর কোনো লুকোচুরি নেই!
আমি তাই করি? আচ্ছা!
উঃ! তুমি কেন এটা বললে? এখন আমি চোখ বন্ধ করতে পারছি না। চোখ শুকিয়ে যাচ্ছে!
কী ব্যাপার! টেবিলের উপর ওভাবে "রিয়ার সাথে লাঞ্চে" নোটিশ লাগিয়ে রাখার মানে কী?
নোটিশ না। এটা আমার ডেস্কবুক স্ট্যাটাস। চলো, লাঞ্চে যাই!
কমেন্ট:
LOL

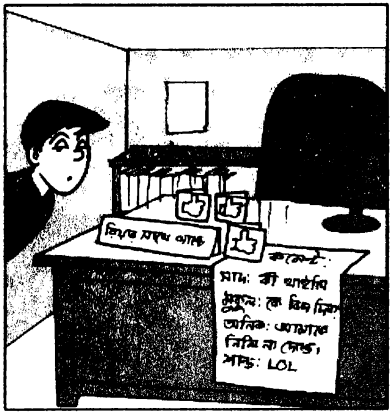

এভাবে প্র্যাকটিস করলে ব্যথা পাবি না।

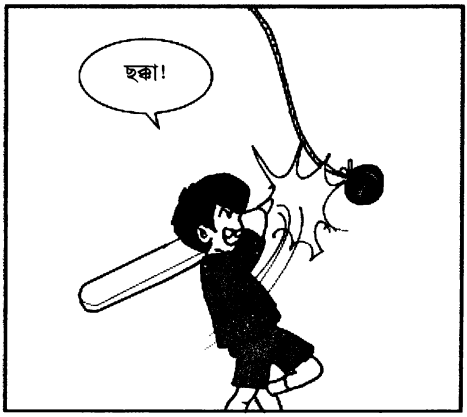
ছক্কা!

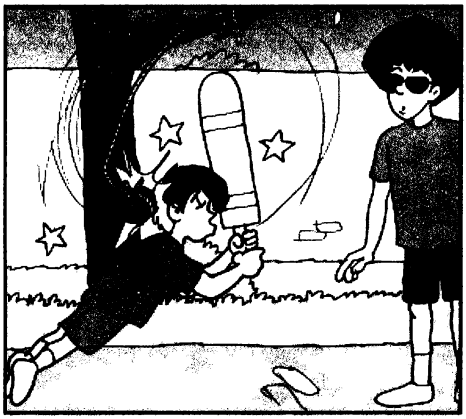

ঐ গোলকিপারের গাধামির জন্য বাংলাদেশ গোল খেল! ঐ গোল ঠেকানো কোনো ব্যাপার ছিল না।

আমি হলে প্রথমে SHIFT চেপে ডান দিকে দিতাম দৌড়!

তারপর ক্রমাগত SPACEBAR চাপলে ঐ বলটা ঠেকিয়ে ফেলা যেত!

মামুন আজ থেকে তুমি সব কম্পিউটার গেম থেকে দূরে থাকবে!

Boighar.com

তোকে আজ ধার দিতে পারছি না। কারণ, পাড়ার নতুন মজার ছেলে রাজু একটু আগে ধার নিয়েছে!

সরি দোস্ত; বন্ধু রাজুকে আজ ধার দিয়ে ফেলেছি।

রাজু ভাইরে ধার দিছি!

শয়তান রাজু! মনে রাখিস, এক বনে দুই বাঘ থাকতে পারে না। এটা আমার বন। তুই ফিরে যা!
Penguin
ICE CREAM

শোন রাজু, তুই পাড়ায় নতুন। এখানে শুধু আমি সবার থেকে ধারে নেই। তুই ধারে নিতে চাস তো অন্য পাড়ায় যা, এক বনে দুই বাঘ থাকতে পারে না।

আগে সবাইকে প্রশ্ন কর, তারা কাকে বেশি ধার দিতে পছন্দ করে।

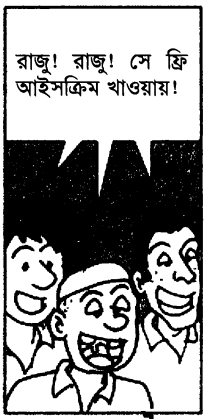
রাজু! রাজু! সে ফ্রি আইসক্রিম খাওয়ায়!

সে তোদের টাকায় তোদের আইসক্রিম ঘুষ খাওয়াচ্ছে!
আইসক্রিম?

এক পাড়ায় দুই ধারবাজ থাকতে পারে না। রাজু তুই অন্য পাড়ায় গিয়ে ধারের রাজত্ব কায়েম কর।

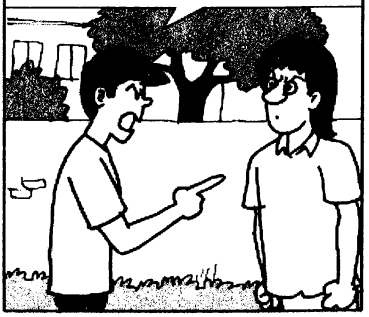

ঠিক আছে, আমাদের মধ্যে প্রথম যে পরবর্তী ধার জোগাড় করতে পারবে, সে এই পাড়ায় ধারের রাজত্ব কায়েম করবে।

১০০ টাকা ধার দেবেন ম্যাডাম?

ড্রাগ এডিক্ট!

১ টাকাই দে না হয়!

## ধারালো যুদ্ধ

পাড়ার নতুন ছেলে রাজু বেসিকের মতো ধারবাজ

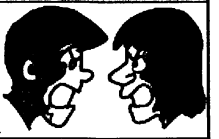

বেসিক তাকে অন্য পাড়ায় গিয়ে ধার দিতে বলেছে। রাজুর চ্যালেঞ্জ, যে আগে পরবর্তী ধার নিতে পারবে, সে হবে এ পাড়ার একমাত্র ধারবাজ।

পেয়েছি! পেয়েছি! আমি আগে ১০০ টাকা ধার পেয়েছি! আমি জয়ী!

ধুরো

আজ থেকে আমি এ পাড়ায় ধারবাজি করব না! তুমি সত্যিই ধারের গুরু বেসিক!

ঠিক আছে বাতেন সাহেব, এই নিন ২০০ টাকা ঘুষ! ১০০ টাকা ধার দেয়ার জন্য ধন্যবাদ!

Boighar.com

স্যার আজ আপনার টাকটা বেশ মসৃণ আর বেশি চকচকে লাগছে। টাক পলিশ করেছেন নাকি?

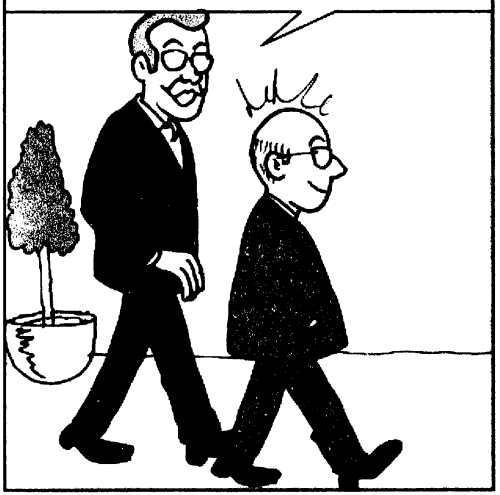

টাকে যেন ধুলোবালি না পরে এজন্য বেসিক একটা বুদ্ধি দিয়েছিল। সেটা প্রয়োগ করেছি।

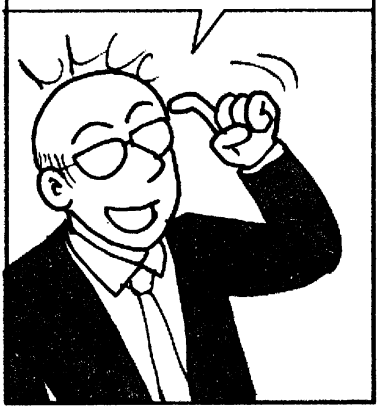

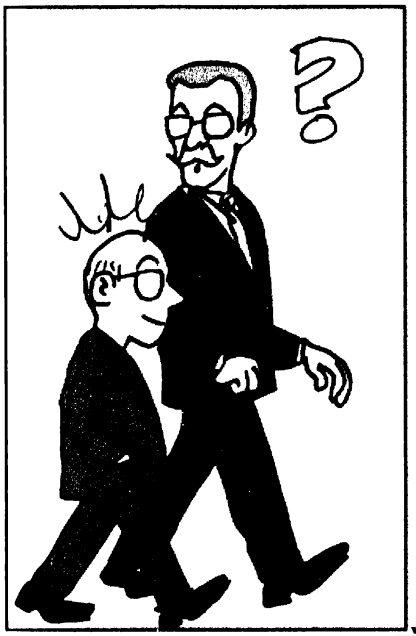

স্যার! আপনার টাক লেমিনেশন করেছেন?

তোমার কি শরীর খারাপ লাগছে দাদু?
না তো। তোর কেন মনে হচ্ছে আমার শরীর খারাপ?

রুমের পাশ দিয়ে যাবার সময় শুনলাম তুমি " এ্যা এ্যাহ..ওওহ" করে কঁকাচ্ছ!

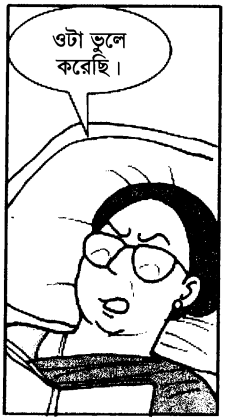
ওটা ভুলে করেছি।

তোর পায়ের শব্দে ভেবেছি তোর ঝগড়াটে দাদাটা বুঝি ঘরে ফিরছে!

দাদা যেন দাদুকে না ঘাটায় এজন্য দাদু দাদাকে দেখেই কঁকাতে থাকে।
এ্যা এ এ হ...উ উ হ!

দেখো, সত্যিই দাদা দাদুকে ঘাটাচ্ছে না। চুপ করে তার পাশে বসে আছে।
এ্যা এহ... উউহ....

মনে হয় না!
উউহ!
এএহ!

এ্যাএহ! উউহ আআহ!
আমাকে ভেংচানো বন্ধ করো। উউহ! এ্যাএই!

Boighar.com

হাক্কা লুডুস আর ফ্রাইড চিকেন স্যার!

মম! আসলে এই রেস্তোরাঁয় গত সপ্তাহে আসা উচিত ছিল!

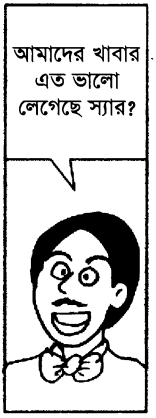
আমাদের খাবার এত ভালো লেগেছে স্যার?

না! এই খাবার গত সপ্তাহে তাজা ছিল!

স্যার, আপনাদের থাই স্যুপ আর আপনার জন্য দুটো তুলার বল!
?

তুলা? তুলা দিয়ে এখন কী করবে?

আমি এত জোরে স্যুপ খাই যে, সেটা শুনতে আমার অসহ্য লাগে।
সুড়!
সুড়!
সুড়!

আমি তোমাদের একটা হাঁসের ছবি রং করতে দিয়েছিলাম, মামুন ছাড়া সবাই ঠিকমতো হাঁসটা রং করেছে!

মামুন হাঁসটাকে লাল রং করেছে!

মামুন, তুমি জীবনে কয়টা লাল রং এর হাঁস দেখেছ?

...যতগুলো হাঁস ছাতা হাতে ঘোরাফেরা করেছে ততগুলো লাল হাঁস দেখেছি!

ভাইয়া, আমি কিছুতেই কিছু মুখস্থ করতে পারি না। কিন্তু কাল ক্লাসে এই কবিতাটা বলতে হবে।

মুখস্থ পারিস না মানে? তুই তো ঠিকই "আবার জিগায়" পুরোটা গাইতে পারিস!
ওটা তো র‍্যাপ গান!

তাহলে কবিতাটা গানের মতো মুখস্থ কর!

আমাদের ছোট নদী চলে বাঁকে বাঁকে....
বৈশাখ মাসে তার হাঁটু জল থাকে.....

Boighar.com

গতকাল বিকেলে তুমি কোন মেয়ে নিয়ে বনানী গিয়েছিলে?
কই? না তো!!

আমার সাথে মিথ্যে কথা! বল ব্যাটা, কে সেই মেয়ে?

আমরা ইচ্ছে করলে লাইভ নাটকের টিকেটও বিক্রি করতে পারি! কী বলিস!
তবে রে!
উঃ!

আমাদের প্রতিবেশী দম্পতি ঝগড়া করছে আর জিনিসপত্র ছুঁড়ে আমাদের বাগানে ফেলছে!

হাড়ি, পাতিল, চেয়ার, জুতো বাঃ ভালোইতো কালেকশন!

ম্যাজিক চোর
এখানে চুরিতে গৃহস্থালী দ্রব্য বিক্রয় হয়

অমনযোগী ছাত্র
পড়াইতে চাই
যোগাযোগ শরীফ
৪২০৪২০০০২
অমনযোগী
পড়াইতে
যোগাযোগ.
৪২০৪
অমনযোগী ছাত্র
পড়াইতে চাই
যোগাযোগ শরীফ
৪২০৪২০০০২
O/A Level পড়াইতে চাই
O/A Level পড়াইতে চাই
কী চাই?
আমি আপনাকে জানাতে এসেছি যে, আমি পড়তে চাই না!

Boighar.com

আজ আমার ভাইভা। এটাতে ফেল করলে এক বছরের জন্য আমার ডাক্তারি পিছিয়ে যাবে।
তোর তো বরাবরই ভালো রেজাল্ট। ভয় কী?

ভয়? ৫ জন সিনিয়র ডাক্তার আমার হাতের লেখাও পরীক্ষা করে দেখবে আমি ডাক্তার হবার উপযুক্ত হয়েছি কিনা!

তাতে ভয় কী? তোর হাতের লেখা তো খুবই সুন্দর আর স্পষ্ট!

এজন্যই তো যত ভয়!

ইয়াহু! আমি ভাইভাতে হাতের লেখার পরীক্ষায় পাশ করেছি! এবার আমি ডাক্তার!
ডাক্তার

তোর না হাতের লেখা সুন্দর? একটা সুন্দর হাতের লেখার ডাক্তারকে ওরা পাশ করিয়ে দিল?

আমি যা লিখেছি, স্যাররা এক অক্ষরও বোঝেনি। তাই তারা আমাকে অনেক নাম্বার দিয়েছে!

ইন্টারনেট থেকে দেখে তামিল ভাষায় "কলাভেরি দি"-র লাইনগুলো লিখে দিয়েছিলাম।

হ্যাপি বার্থ ডে!
ওমা! এসব আবার কী নিয়ে এসেছ?
ওমা! প্যাকেটের ভেতর আরেক প্যাকেট কেন?
১২টা খালি গিফট প্যাকেট? ব্যস?
সেইরাম উপহার!
এবারের শীতে সবার অনেক সর্দি-কাশি হয়েছে। গলা বসে যাওয়ায় আমিও প্রচুর আদা চা খেয়েছি!
এই শীতে আমার গাড়ির হর্নও কেমন বসে গেছে, এই দেখো!
আদা চা। গাড়িটাকে আদা চা খাওয়াও। সব ঠিক হয়ে যাবে।

Boighar.com

ঐ যে আশরাফ বাড়ি যাচ্ছে। ও নাকি নিয়মিত অফিসের স্টেশনারি চুরি করে। তুমি কী একটু খোঁজ খবর নিতে পারো।

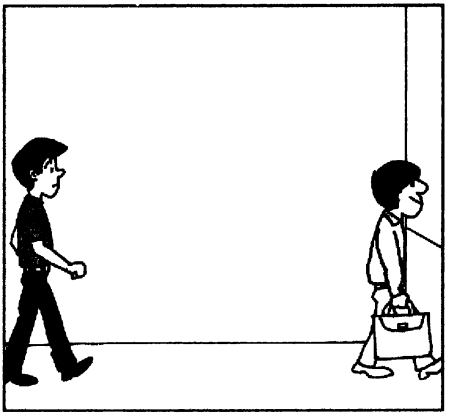

আশরাফ স্টেশনারি
এখানে অফিসের যাবতীয় স্টেশনারি পাওয়া যায়
আজ এক ব্যাগ পেপার ক্লিপ এনেছি। কাল স্ট্যাপলার পিন আনব!

বেসিক তোমাকে গত সপ্তাহে ব্যাংকের ঋণ আদায় পরিস্থিতি নিয়ে রিপোর্ট লিখতে বলেছিলাম।

ওটা তোমার কাল জমা দেয়ার কথা। ওটার কাজ এগিয়েছে তো?

অবশ্যই। মাত্র একটা জিনিস ছাড়া রিপোর্টের সব কিছুই রেডি!
গুড! কিন্তু কী জিনিস বাকি?

ঋণ আদায় পরিস্থিতি সংক্রান্ত তথ্যটাই শুধু বাকি আছে!

আরে আরে কীভাবে ডিম পোচ করছ? আরেকটু তেল না দিলে শুকিয়ে যাবে তো!

পাগল নাকি! ডিমটা নাড়াচ্ছ না কেন? তলা পুড়ে যাবে তো! নাড়াও!

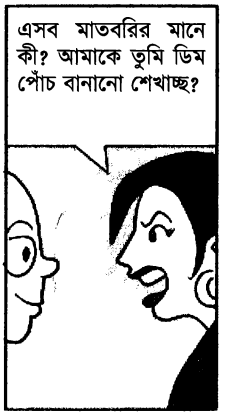
এসব মাতবরির মানে কী? আমাকে তুমি ডিম পোঁচ বানানো শেখাচ্ছ?

হ্যাঁ। তুমি যেমন গাড়িতে বসলে আমাকে ড্রাইভিং শেখাও—তেমন শেখাচ্ছি!

তোকে কখন থেকে বলছি বুয়া বাসায় নেই—ময়লার বালতিটা নীচে রেখে আয়—যাচ্ছিস না কেন?
ম্যাজিককে বলো!

বড়ো হয়েছিস বলে সবসময় ছোটদের খাটাবি কেন? কাজকে সম্মান কর। যা বালতিটা রেখে আয়।
আচ্ছা!

সত্যি তালিব তোমার তুলনা হয় না। তুমি কাজকে এত সম্মান করে ময়লার বালতিটা নীচে রেখে এসেছ বলে তোমাকে অনেক ধন্যবাদ!

Boighar.com

এ কী সোহেল! তোমার এ গাল পুড়ল কীভাবে?

স্যার, ইস্তিরি করছিলাম। ল্যান্ড ফোনে রিং বাজল। ইস্তিরি কানে দিয়ে হ্যালো বললাম, তখন এক গাল পুড়ে গেল।

আর ঐ গাল পুড়ল কী করে?

আমি যখন ব্যথায় কাতরাচ্ছি, ঐ ব্যাটা আবারো ফোন দিয়েছিল।

আজ আমাদের সিদ্ধান্ত নিতে হবে...
রিং! রিং!

আমার মিটিং এ কোন বেয়াদপের মোবাইল ফোন বাজে? বেরিয়ে যাও!
রিং রিং

স্যার?
ও তুমি? চাকরি খতম!

ওটা আপনার ফোন বাজছে!
ও! ভীষণ জরুরি কল!
রিং রিং

অফিসের নয়া বেতনের সার্কুলারটা দেখেছ?
হ্যাঁ! একদম তার ছেঁড়া!

শুধু পিওনদের বেতন বাড়ানো হয়েছে। ওরা এখন আমার চেয়ে বেশি বেতন পাবে। আমি পদত্যাগ করব!

পদত্যাগ?
হ্যাঁ। তারপর পিওনের চাকরির জন্য আবেদন করব!

বুঝলাম– ব্যাংকের বোর্ডের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পিওনদের বেতন এত বেড়ে গেছে যে, বেসিকের মতো জুনিয়র অফিসারদের চেয়ে ওরা বেশি টাকা পাবে। কিন্তু তোমরা পদত্যাগ কেন করবে?

তাহলে আমাদের পিওনদের ছাঁটাই করুন। আমরা অফিসাররা পিওনের কাজটা এক্সট্রা করি। পিওনদের বেতনটা আমাদের দিয়ে দেবেন!

গ্রেট আইডিয়া! আধুনিক অফিসে পিওন থাকবে কেন?

বেসিক, তুমি তাহলে জুনিয়র অফিসার কাম জুনিয়র পিওন। মি. মুকুল মাসুদ, আপনি ভাইস প্রেসিডেন্ট কাম সিনিয়র পিওন!

Boighar.com

একস্ট্রা আয়ের জন্য বেসিক এখন জুনিয়র অফিসার কাম জুনিয়র পিওন আর মুকুল মাসুদ ভাইস প্রেসিডেন্ট কাম সিনিয়র পিওন।

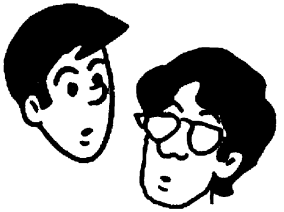

এটা কেমন পোস্টার হলো কামরান ভাই! দেখে মনে হচ্ছে আপনি দুঃখে আছেন!
কী বলব। ওটা আমার মিষ্টি হাসি!
কামরান ভাইকে
লেচু মার্কায়
ভুট দিন

আপনার হাস্যোজ্জ্বল ছবির ব্যবস্থা আমি করে দিচ্ছি!

উহু হচ্ছে না!
হা হা হা হা থামো! থামো!

আপনার হাসি দেখলে মনে হয় আপনি কাঁদছেন। কিন্তু হাস্যোজ্জ্বল ছবি ছাড়া নির্বাচনি পোস্টার কেমন দেখায়? এক কাজ করি!
কামরান ভাইকে
ভোট দিন।
কামড়াবেন না।

এ হচ্ছে ফটোশপ। এখানে আপনার কাঁদো-কাঁদো ছবি নিয়ে প্রথমে আপনার ঠোঁটটা সিলেক্ট করলাম।

এবার আপনার হাসিটা উল্টো করে বসালাম। দেখুন, এখন কত হাস্যোজ্জ্বল লাগছে আপনাকে।

Boighar.com

ঐ যে পাড়ার পাগলা বুড়ো সাদেক চাচা গাড়ি করে আসছেন।

সাদেক চাচা তার কোনো পুরানো জিনিসের মায়া ছাড়তে পারেন না।

দ্যাখ, উনি কী করে এখনো ওনার ১৯৫৭ সালের ওপেল গাড়িটা এখনো "চালাচ্ছেন"।

কী? লোকজন দিয়ে আমার ৫৫ বছরের পুরানো গাড়িটা ঠেলিয়ে চালাই বলে হাসছ? এ গাড়ি তোমাদের টয়োটা ফয়োটা থেকে এখনো অনেক ভালো।

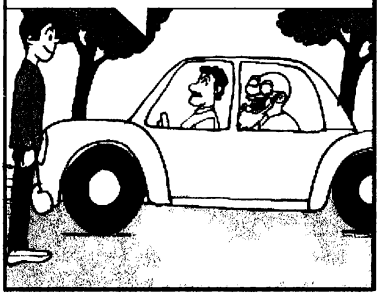

আরে ওগুলো গাড়ি না প্লাস্টিকের বাক্স? ওসব গাড়ি সব অমানুষ!

এই ছগিরা! আজ সকালে বুঝি গাড়ির দরজাগুলোতে আঠা মারতে ভুলে গিয়েছিলি?

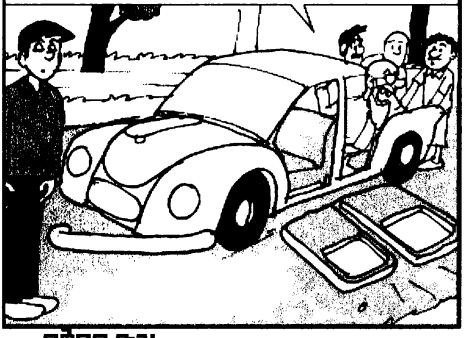

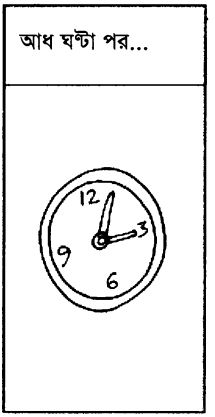

আর কতক্ষণ? আমি তো টায়ার্ড হয়ে গেলাম!
তুমি এখানে ৫ মিনিট দাঁড়াও, আমি যাব আর আসব।
আধ ঘণ্টা পর...
বেসিক দেখছি দাঁড়িয়ে ঘুমানোর নতুন একটা পদ্ধতি আবিষ্কার করে ফেলেছে!
তাড়াতাড়ি করো। আমি একদম বোরড
জাস্ট দু মিনিট!
লেডিস টেইলার্স
রিয়ার দু মিনিট! হুঁ!
একঘণ্টা পর।
না! না! আমি একদম বোরড হইনি!
লেডিস টেইলার্স

আমাকে খেলায় নিতেই হবে। খেলবই খেলব।
সব কিন্তু বড় বড় প্লেয়ার। ব্যথা পাবি কিন্তু!

আমার ব্যথা আমি পাব! যত খুশি তত পাব!

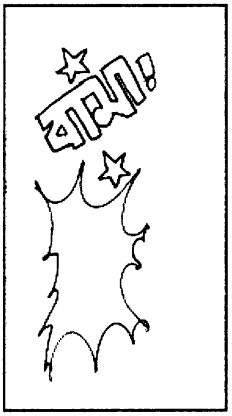
থাম!

চিজ কেকটা এক্ষুনি বানিয়েছি। এটা ঠাণ্ডা হতে সময় দাও। এখনও এটার ভেতরে নরম। শক্ত হোক তারপর সবাই মিলে খাব!

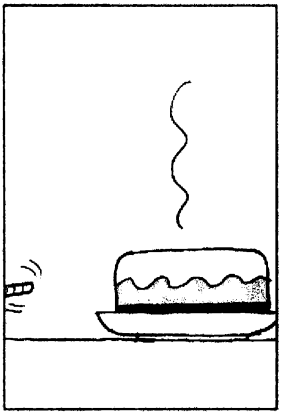

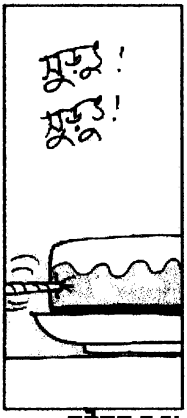
ঘুড়ু!
ঘুড়ু!

হায় হায়! কেকটা ভেঙ্গে গেছে। নিশ্চয় ভুলভাবে বানিয়েছিলাম।
(ঢেকুর)

ফকির মিয়া তোমার জন্য ফেইসবুকে পেজ খুলে তাতে একটা স্ট্যাটাস দিয়েছি : ৩ নাম্বারের মোড়ে লেক সাইডে ভিক্ষা করছি। আপনারা আমন্ত্রিত!
এইসব ফ্রেসবুক আর ইন্টারিং-এ ভিক্ষা চায়া আমার লাভ কী?
তোমার মোবাইল নাম্বার দিয়ে দিয়েছি। মানুষ তোমার নাম্বারে ফ্লেক্সি করবে!
আরে কে জানি ১০ ট্যাকা ফ্লেক্সি দিল!
তোমার জন্য একটা ফেইসবুক পেজ খুললাম। ইন্টারনেটের প্রথম ফকির। FAKIR MIA INTERESTED IN- ALMS
হে : হে :
এতে ইতোমধ্যে ৩৫টা LIKE পরেছে।
PROFESSIONAL
35
তাতে আমার লাভ কী ভাইডি?
তুমি কী দেখছ যে, তোমাকে মানুষরা LIKE দিচ্ছে! ফেইসবুক ছাড়া অন্য কোথায় একটা ভিক্ষুক LIKE পেতে পারে?

Boighar.com

কী হয়েছে তোর?
ভীষণ সর্দি!

এর খুব সহজ সমাধান জানি। একটু সরিষার তেল, লবণ, লেবু, পেয়াজ, মরিচ আর মুড়ি আন!
তাই?

ঝালমুড়ি? ঝালমুড়ি খেলে সর্দি যায়? কৈ-কিছু তো হচ্ছে না! এই তোর সহজ সহজ সমাধান!

না। সহজ সমাধান হচ্ছে– একটা ডাক্তারের কাছে যা। ঝালমুড়িটা ভালো হয়েছে, খা।

একটা নীল টিউব, একটা সাদা আর একটা হলুদ টিউব! এবার আমার মাস্টার পিস শেষ হবে।
OIL PASTELS
হুঁ! সাদা রংটাতে কী জানি জটিলতা। ঘষলে দেখি ফেনা বের হচ্ছে!
এই রং এর টিউবটা কী বেশি পুরানো নাকি!
টুথপেস্ট?
PEPS
বলি আমার তেল রং এর সাথে কে এই সাদা টুথপেস্টের টিউবটা রেখেছে?
বেসিক, তুই কী টুথপেস্ট ব্যবহার করিস?
এক অদ্ভুত টুথপেস্ট, উদ্ভট তেলের গন্ধ। আর কোনো ফেনা হয় না।
তবে ওটা দাঁতে ঘষামাত্র দেখো দাঁতগুলো কেমন ধবধবে সাদা হয়ে গেল!
আমার তেল রং!

Boighar.com

আমি খেলতে যাচ্ছি। তোমরা কেউ আমার ঘরে ঢুকলে কিন্তু খুনোখুনি হয়ে যাবে!

ম্যাজিকের ঘরে ঢুকে আড্ডা মারতে বেশ আলগা থ্রিল লাগে—কি বলিস?

আমরা কিন্তু তোর ঘরে ঢুকিনি। হি হি হি হি ... হি হি হি হি!

হু হু হা হা হা

বু হা হা হা

খ্যা খ্যা খ্যা খ্যা খ্যা

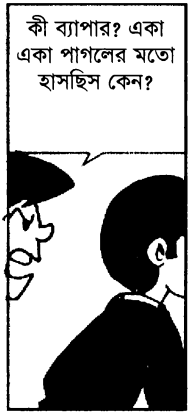
কী ব্যাপার? একা একা পাগলের মতো হাসছিস কেন?

একটু পর মামুনের অংক পরীক্ষা নেব তো। ওকে কীভাবে প্রশ্নগুলো দেব তার প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম।

কেক খেতে ইচ্ছে করছে। দেখো তো ফ্রিজে কেক আছে কী না। একটা স্লিপে লিখে নিয়ে যাও, না হয় ভুলে যাবে।
স্লিপ লিখতে হবে না। আমি তোমার মতো সব কিছু ভুলে যাই না। তোমার কেক আনছি।
এই যে তোমার সিঙ্গারা।
এজন্যই বলেছিলাম স্লিপ লিখে নিয়ে যাও। তুমি তো সস আনতে ভুলে গেছ!
দাদু, এই পোস্টকার্ড কোথায় পাঠাবেন? ঠিকানা তো লেখেননি!
ও, লিখতে ভুলে গিয়েছিলাম। আপনিই লিখে দিন। প্রাপক শাহবুদ্দিন। গ্রাম রহমপুর। কদেকুশা উপজেলা। জেলা সিরাজগঞ্জ।
এই যে লিখে দিয়েছি। দেখুন তো ঠিক লিখলাম কিনা।
হ্যাঁ, ঠিকই আছে। তবে নীচে লিখে দিন: এই পচা হাতের লেখাটা আমার না!

Boighar.com

কোথায় গিয়েছিলে নীলা?
ধানমণ্ডি।

হঠাৎ কী মনে করে মোটর সাইকেলে চড়েছিলে?
মোটর সাইকেল না তো!

তাহলে মাথায় হেলমেট পরে আছ কেন?
হেলমেট! এটা আমার লেটেস্ট চুলের স্টাইল।

সত্যি বলো তো ভাবি, আমার এই চুলের স্টাইলটা কী খারাপ? সবুর বলছে চুলটা নাকি হেলমেটের মতো লাগছে।

আরে সবুর কী বোঝে? তুমি অন্য যে কাউকে জিজ্ঞেস করো– তোমাকে বেশ ইয়াং লাগছে!

ই ই ই! কুমড়া!

কী খবর সাংবাদিক শাহরিয়ার ভাই?
আরে হিল্লোল? তোমাকেই খুঁজছিলাম!

আমাদের পত্রিকায় হিল্লোলের একটা উপদেশ কলাম খুলতে চাই!

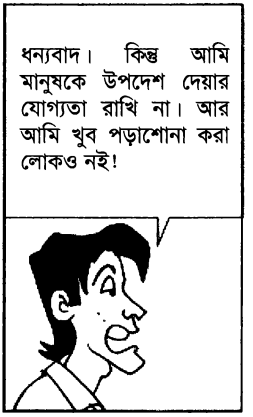
ধন্যবাদ। কিন্তু আমি মানুষকে উপদেশ দেয়ার যোগ্যতা রাখি না। আর আমি খুব পড়াশোনা করা লোকও নই!

তুমি কেন উপদেশ দেবে? ঐ কলামে পাঠকরা তোমাকে বিভিন্ন উপদেশ দেবে!

এই বাস! এই বাস! এই দাঁড়ান! দাঁড়ান!

উইঠা পড়েন!

আপনাকে পরের বাসে উঠিয়ে দেব!
আমি হলাম যাত্রী। আমার বন্ধু এসেছিল আমাকে এগিয়ে দিতে!

Boighar.com

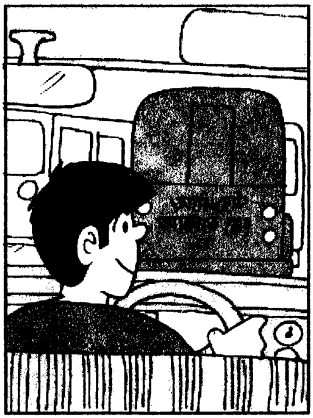

ঘ্যটাং!
আপনি বড়ো তো, তাই মারলাম!
?!
এক প্যাকেট চুইংগাম দিন দেখি!
এই যে ভাই! এক প্যাকেট চুইংগাম দিন না!
বোমা! বোমা!
কই? কই?
চুইংগামের বয়ামের ভেতর!
ভাবুক জেনারেল স্টোর

সামনে যাবেন? উঠে পড়ুন। কত দূর যাবেন?
এই ৫-৬ কিলোমিটার।

আধ ঘণ্টা হয়ে গেল, থামতে বলছেন না। আপনার গন্তব্য কতদূর?
এই ১০ কিলোমিটার পেছনে রেখে এসেছি।

পেছনে মানে? আপনি আমাকে থামতে বলবেন না?
আপনি জিগাইলেই না থামতে কমু!

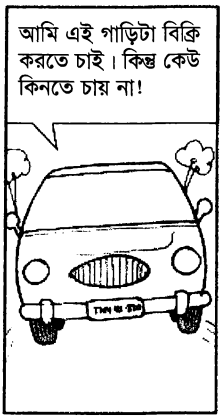
আমি এই গাড়িটা বিক্রি করতে চাই। কিন্তু কেউ কিনতে চায় না!

আমাকে কেউ যে কোনো দাম অফার করলেই বিক্রি করে দেব!

টোল প্লাজা
৫০ টাকা!

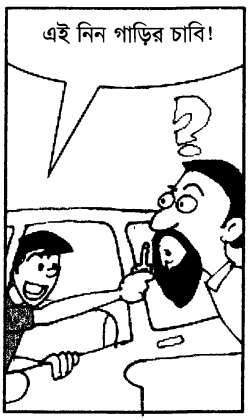
এই নিন গাড়ির চাবি!

Boighar.com

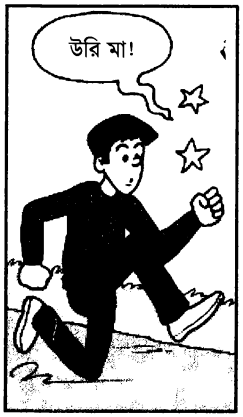
উরি মা!

কী করে পড়লি?
আমি মোবাইল কোম্পানিদের বিরুদ্ধে মামলা করব!

ফোন রিচার্জ করলেই এক গাদা ফ্রি এসএমএস দেয় এসব দায়িত্বহীন কোম্পানিগুলো!
তার সাথে তোর পরে যাবার সম্পর্ক কী?

আমি হাঁটতে হাঁটতে ফ্রি এসএমএস লিখছিলাম।

এরপর ...

উঃ!

কই তুই? তোকে দেখতে পাচ্ছি না। ভেতরটা খুব আঁধার।

আঁধার কিনা বলতে পারছি না। কিছুই দেখতে পাচ্ছি না!

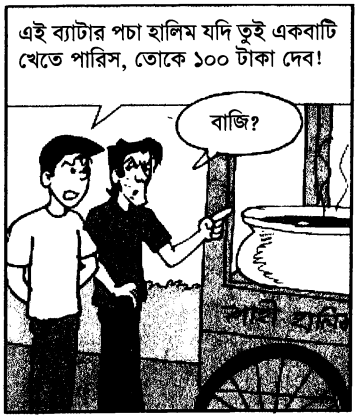
এই ব্যাটার পচা হালিম যদি তুই একবাটি খেতে পারিস, তোকে ১০০ টাকা দেব!
বাজি?

খেয়ে ফেলতে পারলি! এই নে ১০০!
ওয়াক!

এত জঘন্য হালিম যদি তুই একবাটি খেতে পারিস, তোকে ১০০ টাকা দেব!
বাজি?

শেষ... করেছি!
এই নে ১০০! অন্তত দুজনই ১০০ টাকা করে লাভ করলাম!

সেদিন ঐ পচা হালিম খেয়ে বাথরুমে দৌড়াতে দৌড়াতে শেষ। দুই দিনে ৩ পাউন্ড ওজন কমেছে আমার।
সেইম কেস!

এই পচা হালিমওয়ালা, আমাদের সাথে ব্যবসা করবে?
জ্যা, স্যার?

চমৎকার!
খেয়ে খেয়ে প্রতি ২ দিনে ৩ পাউন্ড ওজন কমান!

Boighar.com

প্রশ্ন : নেপোলিয়ন কোন যুদ্ধে নিহত হয়েছিল?
উত্তর : তাঁর শেষ যুদ্ধে!

পাকিস্তানের জেনারেল নিয়াজী ১৯৭১ সালে কোথায় আত্মসমর্পণ স্বাক্ষর করেছিল?
– কাগজের নীচ দিকে!

বিবাহ বিচ্ছেদের কারণ কী?
– বিবাহ!

আজ ফাটাফাটি পরীক্ষা দিলাম!

মামুন তুমি মুখ ধুয়ে আসো। তোমার মুখে সকালের নাস্তা এখনো লেগে আছে!
তাই নাকি? বলো তো আজ কী নাস্তা খেয়েছি?

তুমি আজ সকালে ডিম পোচ দিয়ে নাস্তা করেছ!
ভুল!

আজ রুটি-মাখন দিয়ে নাস্তা করেছি। ডিম পোচ খেয়েছি গতকাল সকালে!

ছয় মাস পর শিহানের সাথে দেখা হলো। ছেলেটা ছয় মাসে কেমন বদলে গেছে!

এত হাসি-খুশি ছেলেটা এখন কেবল টাকা-টাকা করে। টাকা ছাড়া কথা নেই।

ও তোর কাছে কত টাকা পায়?
সেটা ব্যাপার না!

কী সমস্যা তোর? WINDOWS খুলছে না? কোনো ব্যাপার না!

প্রথমে START BUTTON দিয়ে তুই F8 BUTTON চাপ দিবি। দেখবি কয়েকটা OPTION

এখানে কোনো START BUTTON নেই। তোর কাছে বড়ো স্ক্রু ড্রাইভার হবে? MY WINDOWS ARE RUSTED!

Boighar.com

ঐ গোলিটাকে ঘাড় ধরে খেলা থেকে বের করে দেয়া উচিত! গাধা! খেলতে পারে না!

গাধাটা কতগুলো লবণ ঢালল!
মাখন! মাখন দে স্টুপিড!
?

আমরা ম্যাজিক যেভাবে খেলা দেখে সেভাবে রান্নাপ্রতিযোগিতা দেখছি!

আচ্ছা, তুমি কি স্বপ্ন সাদা-কালাতে দেখ? না রঙিন দেখ? আমি গতরাতে সাদা-কালো স্বপ্ন দেখেছি।

আমি বরাবর রঙিন স্বপ্নই দেখতাম।

ইদানীং স্বপ্ন সিস্টেম আপগ্রেড করার পর আমি থ্রি-ডিতে ১০৪০ পিক্সেল ডলবি স্টেরিওতে স্বপ্ন দেখি।

আমি যদি অদৃশ্য হতে পারতাম, কী মজাটাই না হতো
বাঃ! ছেলেটা কী CUTE!
বেশ হ্যান্ডসাম।
AWESOME!
ধন্যবাদ
আমরা তোমার কথা বলছিলাম না!
অদৃশ্য মানব হলে কেমন অনুভূতি হবে, তা এক্ষুনি টের পেলাম!
কে আগে ব্যাটিং করবে তা টস করে ঠিক করছি!
তুই জিতেছিস!
৫ টাকার ঝালমুড়ি! জলদি।

Boighar.com

আমি উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত প্র্যাকটিস করছি। শুনে বলো তো কেমন হচ্ছে!

আ আ আ

আ আ আ

আ আ
ভোঁস ভোঁস।

আ
আ
আ
ভোঁস
ভোঁস!

না-না মোর্শেদ। এভাবে তুমি দিনের পর দিন ছুটি কাটাতে পার না। তুমি গত ১০ দিন কিছু না বলে উধাও। এমনকি কোনো ফোন করলেও ধরোনি।

এর আগে এক সপ্তাহ উধাও থেকে ফিরে বললে, ব্রেন স্ট্রোক করেছিল। গতবার বললে হার্ট এটাক করায় ১৫ দিন ছুটি লেগেছে। এবার কী বলবে?

স্যার ... আমি অলৌকিকভাবে জীবিত হয়েছি। আসলে আমি মারা গিয়েছিলাম বলে ফোন কল ধরতেও পারিনি–জানাতেও পারিনি। গত রাতে স্যার প্রাণ ফিরে পাওয়ায় আজ এসেছি।

Boighar.com

এই প্রতিষ্ঠানকে উন্নত করতে আমি তোমাদের সবার সাজেশন চাই। আশা করি, তোমরা সবাই মৌলিক সাজেশন দেবে। অন্যের বুদ্ধি চুরি করে সাজেশন দেবে না।
সাজেশন বাক্স
আমি এতে নিজে উদ্বোধনী সাজেশন দিয়েছি। তোমরাও প্রত্যেকে নিজের মতো করে সাজেশন দাও!
ইইই!
ইইই!
সাজেশন বাক্স

কী ব্যাপার রকিব ভাই? এত রাতে নিজের বাসায় চোরের মতো কার্নিশ বেয়ে উঠছেন কেন?

তোমার দজ্জাল ভাবি আমার ওপর ক্ষেপে আছে। দেখলেই সে ঝাঁটাপেটা করবে। তাই লুকিয়ে বারান্দা দিয়ে ঢুকছি।

কিন্তু সে যদি চোর মনে করে বটি নিয়ে তেড়ে আসে? ব্যাপারটা আরও খারাপ হবে না?

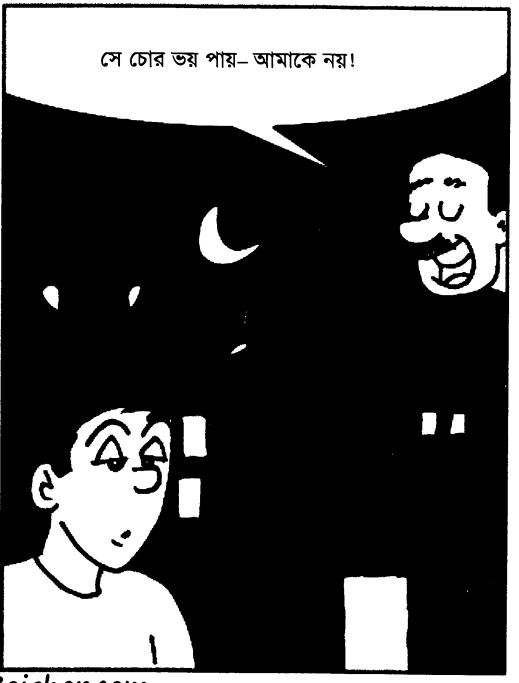
সে চোর ভয় পায়– আমাকে নয়!

Boighar.com

আরে মোর্শেদ ভাই, হঠাৎ কী মনে করে আজ অফিসে এলেন?

গত এক বছরের এগারো মাসই তো ছুটি কাটালেন। কোথায় ছিলেন? কক্সবাজার না কুয়াকাটা?

কিসের ছুটি? আমি মাথার ঘাম পায়ে ফেলে এতদিন কাজ করেছি।

আমি অফিসে এলেই মনে হয় ছুটি কাটাচ্ছি!

মোর্শেদ ভাইয়ের লেটেস্টটা শুনেছেন? উনি নাকি দশ দিন মৃত ছিলেন বলে অফিসে আসতে পারেননি। শেষে উনি জ্যান্ত হয়ে ছুটির আবেদন করেছেন।

দশ দিন মরে থেকে জ্যান্ত হতে পারে কেউ? ধুর, সব চাপাবাজি!

পারে। সে যদি "জম্বি" কিংবা জ্যান্ত লাশ হয়।

আমাকে নিয়ে তোমরা কি হাসাহাসি করছ?
ওরে বাবা, জম্বি!

ইয়েস!
কী ব্যাপার?

আমি জিতেছি!
চিটার!
?

সামনে দ্যাখ, নাকীব আসছে। ও তোকে দেখলেই ধারের টাকা ফেরত দিতে তাগাদা দেবে!

হ্যাঁ রে হিল্লোল, তুই যদি বেসিককে দেখিস, আমার কথা বলিস ওকে!

বাপরে! বেঁচে গেছি!

Boighar.com

কী রে, নাস্তার টেবিলে বসে ঝিমাচ্ছিস, রাতে কি ঘুম কম হয়েছে?
হুঁ!

ঘুমে ডিস্টার্ব হয়েছিল, নাকি রাত জেগে সিনেমা দেখেছিস?

না, বাবা। অনেক বেশি ঘুমিয়ে আমি এত ক্লান্ত যে আবার ঘুম পাচ্ছে!

?!

আমি টুথব্রাশের ব্রাশ খেয়ে ফেলেছি!

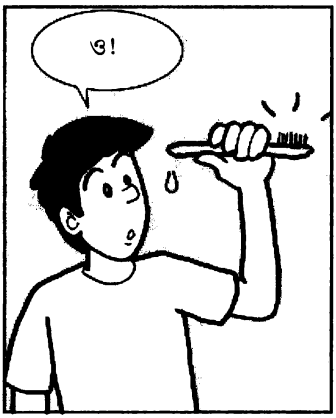
ও!

দ্যাখ তো এবার অংকটা মিলল কিনা!
না!

এসব পাগলামি বাদ দেবে? তুমি কেন ক্লাস টেনের অংক করছ? এর মানে কী?

জীবনে ভালো আর্টিস্ট হতে হলে কষ্ট ভোগার অভিজ্ঞতা লাগে। আমি কষ্ট ভোগার জন্য তোর এই অসম্ভব অংকগুলো কষছি!

দ্যাখ তো এবার অংকটা মিলেছে কিনা?
হয়নি। ক্লাস টেনের অংক এত সোজা না। তুমি অযথা আমাকে অত্যাচার করছ!

আরে ভালো আর্টিস্ট হতে হলে আমাকে কষ্ট ভুগতে হবে। এজন্য তুই একটু অত্যাচার সহ্য কর।

তোমার অত্যাচার সইতে সইতে দেখো আমিই কেমন আর্টিস্ট হয়ে উঠছি!

Boighar.com

কী ভাই কেমন চলছে ব্যবসা?
ভালো না।

অর্থনীতির করুণ দশা। কেউ আমার জিনিস কেনে না। তার ওপর বাতের ব্যথায় মরতাছি।

আপনি অন্য কিছু বিক্রি করেন।
সুলভে বাতের অব্যর্থ ঔষধ

এভাবে পয়সা ওড়াতে থাকলে কি তুমি বেশি ভিক্ষা পাও?

পয়সা ওড়াই না ভাইডি, হিক হেচকি দিতাছি
হিক! হেচকি!

একটা রিকমেন্ডেশন চিঠি ছাড়া আপনাকে চাকরি দিতে পারব না। আপনার সম্পর্কে বলতে পারে এমন কারো রিকমেন্ডেশন নিয়ে আসুন।

সেটা সাথেই আছে। লেখা অনুযায়ী আমি খুব কর্মঠ, বুদ্ধিমান এবং জীবনে অনেক উন্নতি আসবে। তবে আমার প্রেম ও বিয়ে দেরিতে হবে।

এমন উদ্ভট রিকমেন্ডেশন কে লিখেছে?

জ্যোতিষ সম্রাট তারা মন্ডল, স্যার। এই যে দেখেন আমার সম্পর্কে আরো অনেক কিছু লিখেছে সে!

কী হলো সোহেল? বেতন বাড়ানোর কথা বলতে গিয়ে কি স্যারের কাছে খুব বকা খেলে?

বকা কোনো ব্যাপার না। স্যার আমাকে সুযোগই দেননি। উনি আমার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে গেছেন। সত্যি! দেখেন!

হা হা হা হা
স্যার, আমার বেতন বাড়ান!

Boighar.com

বাবা এবার কম্পিউটারটা আমায় দেবে? একটু কাজ আছে।
—উ?
আমিও তো কাজ করছিলাম। তারপর হঠাৎ একটা সিনেমা শুরু হলো।
কিন্তু এ সিনেমার আগা-মাথা কিছুই বুঝছি না!
সিনেমা না বাবা। ওটা কম্পিউটারের স্ক্রিন সেভার!
স্ক্রিন... কী?
আচ্ছা, নিজের কানে না শুনে বিটোফেন কী করে এত সুন্দর সুর রচনা করত?
আমি মরে যাবার পর বেহেস্তে যখন বিটোফেনের সাথে দেখা হবে, তখন এই প্রশ্নটা করব।
বিটোফেন বেহেস্তে নাও থাকতে পারে।
তাহলে তো তুমি নিজেই তাকে ঐ প্রশ্ন করার সুযোগ পাবে!

জাহেদ! লাল কার্ড! খেলা থেকে বাদ!
ফুড়ুত!

তুষার, সায়েম! তোরাও লাল কার্ড!

এতজনকে লাল কার্ড দেখালে এই ফুটবল খেলার কোনো মানে আছে? ভুয়া রেফারি।

এজন্য বলছি আয় ক্রিকেট খেলি। সবাইকে লাল কার্ড!

মিতা বলেছে আমি তোকে যেই সিক্রেট কথাটা তাকে বলতে নিষেধ করেছিলাম, সেটা তুই ওকে বলে দিয়েছিস!

কেমন দুমুখো সাপ। আমি মিতাকে বলেছিলাম যাতে ও তোকে না বলে যে, আমি সেই সিক্রেট কথাটা ওকে বলেছি।

তোকে যে আমি একথাটা বললাম, সে কথাটা আবার ওকে বলিস না। এটা কিন্তু সিক্রেট!

তোমরা আইনজীবী হলে যে কোনো বিচারক আত্মহত্যা করবে!

Boighar.com

কী রে তাশ দিয়ে প্যাশেন্স খেলছিস?
হুঁ!

ও কী– তুই ঐ তাশটা উল্টালি কেন? এটা তো চিটিংবাজি হলো!

তুই এখান থেকে ভাগ। আমাকে একটু শান্তিমতো খেলতে দে।

সারাজীবন প্যাশেন্স খেলায় চিটিং করলাম, কেউ কোনো আপত্তি করল না, আর উনি এসে মাতবরি শুরু করলেন!

তুই তাশ দিয়ে প্যাশেন্স খেলতে গিয়ে চিটিং করিস- এতে কী লাভ?

লাভ? আমি সব সময় খেলায় জিতি!

ননসেন্স! এ যেন ডান হাত দিয়ে বাম হাতকে প্রতারণা করা।

তুই বুঝছিস না। আমি প্রতি দান প্যাশেন্সে ১ কোটি টাকা বাজি ধরি। এবং প্রতি দানেই আমি জেতার আনন্দ এবং হারার বেদনা অনুভব করি!

বাবলু ভাই, আমার খোঁজ করছিলেন কেন?
পাড়ার লেকটা আমরা পরিষ্কার করব। এজন্য একজন স্বেচ্ছাসেবক খুঁজছি!

কোনো সমস্যা নেই। আমি আপনাকে সাহায্য করছি।

এই তোদের মধ্যে কে বাবলু ভাইয়ের জন্য স্বেচ্ছাসেবক হতে চাস, হাত তোল।

তো বেসিক কেমন চলছে আমাদের লেক পরিচ্ছন্নতা অভিযান?
চমৎকার!

আমরা দুদিনে কয়েক টন আবর্জনা লেক থেকে উঠিয়ে লেকটা মোটামুটি পরিষ্কার করেছি।

তবে এখন আপনাকে লেক-সাইড সড়ক পরিচ্ছন্নতা অভিযান শুরু করতে হবে।

Boighar.com

হিল্লোল? তোকে প্রমিজ করেছিলাম ধারের ৫০০০ টাকা জোগাড় হলেই ফেরত দেব। টাকা জোগাড় হয়েছে।

আমি বেলুর দোকানে আছি। চলে আয়!

ফেরত দেব ঠিকই। কিন্তু সহজে ফেরত দেব বলে তো প্রমিজ করিনি!
বেসিককে দেখেছ বেলু দা?

ফক্কর সাব্বির ৩ মাস ধরে আমার ৫০০০০ টাকা ফেরত দিচ্ছে না। আর আমি কোনো প্রমাণও রাখিনি যে, আজ ওর বাবার কাছে বিচার দেব!
সাব্বির কী বলে?

বলে, কোন টাকা? কত টাকা? কিসের টাকা!

এক্ষুনি ওকে SMS পাঠা। বল যে তোর পাওনা ১ লাখ টাকা যেন কালই ফেরত দেয়।
এক লাখ না তো!

সেটা ওকে সংশোধন করে উত্তর লিখতে দে; এরপর সেটা ওর বাবাকে দেখা!

বাঙালিদের মশলা জিরা একটা ভয়ংকর জিনিস। এটা খাবারের আসল গন্ধ কেড়ে নেয়। এটা দিয়ে রাঁধলে সারা বাড়ি এটার জঘন্য গন্ধে ম-ম করে!

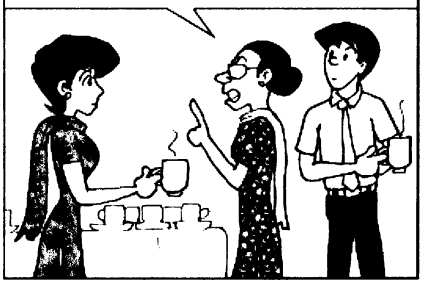

জিরা নিষিদ্ধ করে দেয়া উচিত। কিছু মানুষ সেটা দিয়ে গরুর মাংস রান্না করে!

আলু দিয়ে মাংসটা লাল করে রেঁধে তার ওপর জিরা ছিটিয়ে দেয়। ছিঃ! কী অখাদ্য!

উলস! আরও কিছু জঘন্য খাদ্যের বিবরণ দিন। ঘেন্নায় জিভে পানি এসে গেল।

আমি জিরা ঘৃণা করি বলে তুমি আমাকে জিরা আপা ডেকে মস্করা করতে পার না!

আমি সেটা ডাকিনি ডালি আপা। বলেছি জিরাবো থেকে একজন আপনাকে ফোন করেছে।

কে? জারিফ? কী তুমি জিরাচ্ছ? খবদ্দার শয়তান, আমাকে ফোন করবে না!

ওটা আমার প্রাক্তন স্বামী। ওর সাথে জিরা নিয়ে ঝগড়া করতে করতে ডিভোর্স হয়ে গেছে। এখন ফোন করে আমাকে ক্ষেপায়!

Boighar.com

এখানে কী বানাচ্ছেন ভাই?
ওপারে যাবার জন্য একটা ব্রিজ বানাচ্ছি!

ব্রিজ বানানো শেষ হতে কতক্ষণ লাগবে?

তা বছরখানেক তো লাগবেই!

ওরে বাবা! তাহলে আমি বরং নৌকা দিয়েই আজকের মতো পার হই!

তুই যদি সত্যি সত্যি বড়শি ছাড়া মাছ ধরতে পারিস তাহলে তোর বাজিতে আমি রাজি। তোকে নান–কাবাব খাওয়াব।
এই দেখাচ্ছি!

এ কী! আমার মাছ!!

চল রে হিল্লোল, নান-কাবাব খেতে যাই!

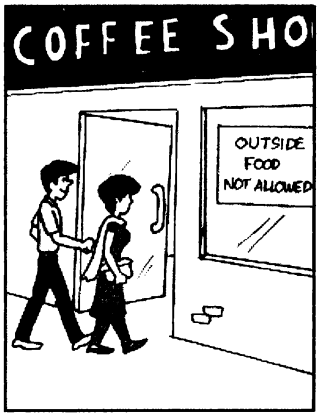
COFFEE SHO
OUTSIDE FOOD NOT ALLOWED

দুটো কফি দিন!

কফি দিচ্ছি। কিন্তু এখানে আপনারা নিজেদের খাবার খেতে পারবেন না। নিষেধ আছে!

ঠিক আছে। রিয়া তাহলে তুমি আমার বার্গারটা খাও, আমি তোমার স্যান্ডউইচটা খাচ্ছি!

খোঁচা খোঁচা দাড়িতে আমাকে কেমন লাগছে? হিন্দি ফিল্মির নায়ক, না?

আমার নয়া চুলের স্টাইলের জন্য তোমার দাড়ির স্টাইল দেখতে পাচ্ছি না!

Boighar.com

তুই তো কেবল জানিস কথার মারপ্যাঁচ। তুই যদি সত্যি পুরুষ হয়ে থাকিস, তাহলে তোর শক্তির প্রমাণ দে।

বেশ। মারামারি করতে ইচ্ছুক দুজন লোক হাজির কর।

আমরা। আমরা দু'জন মারামারি করতে চাই।

আমি ১-২-৩ বললে তোমরা মারামারি শুরু করবে। আমি রেফারি। নাও শুরু করো ১-২ ...

দোস্ত, এটা কী? নতুন কোনো পারফিউম বা বডি স্প্রে কিনেছিস নাকি?
এ্যাঁ

গতকাল একটা দোকান থেকে ওটা কিনেছি। এটা হচ্ছে রং এর স্প্রে!

কয়েক সেকেন্ড আগে বলতে পারলি না?

তুই যদি উল্টো করে শার্টপ্যান্ট পরে বেলুর দোকানে যেতে পারিস, তাহলে তুই যা চাস, তাই খাওয়াব!
বাজি!

হা হা হা... সবাই তোকে নিয়ে খুব হাসবে।

আর বলিস না। আসার পথে এত সুন্দরী একটা মেয়ে দেখলাম যে, মাথাটাই ঘুরে গেল।

Boighar.com

তোমার চোখ ভারি হয়ে আসছে

আমি তিন গোনার সাথে সাথে তুমি আনমনা হয়ে যাবে!

এক... দুই... তিন...

হ্যাঁ... হ্যাঁ আনমনা হয়ে গেছি। এবার তোর সার্ভিস। আমি ১৩। তুই এখনো শূন্য!

হা হা হা... তুই নাকি যে কোনো ব্যাটের রাজা। পরপর ৬ দান টেবিল টেনিসে হেরে কি এখন ব্যাটের প্রজা হলি?

আমি এই ব্যাট দিয়ে দুর্ধর্ষ খেলা দেখাব। তবে খেলাটা হবে অন্য রকম। যাও, মারো তোমার পিংপং বল!

এবার ছক্কা মারব!

বুঝলে এডভোকেট আলী, আমার দাদা সিকান্দর খাঁ প্রথম বিশ্বযুদ্ধে সৈনিক ছিলেন। তিনি বীরের মেডেল পেয়ে বৃটিশ আমলে অনেক বিখ্যাত হয়েছিলেন।
হুঁ। আমার দাদা পাঁচকরি আলী বেঁচে থাকলে আজ তিনি বিশ্বের একজন বিখ্যাত ব্যক্তি হতেন।
উনি কি বিজ্ঞানী ছিলেন? না কি কবি? না বাঘ শিকারী?
ওসব না। আজ বেঁচে থাকলে উনার বয়স হতো ১৬৮। বিশ্বের বৃদ্ধতম দীর্ঘায়ু মানুষ!
বাডাং!
শয়তান!
নিরাপদে পথ চলুন
ফুটপাথ ব্যবহার করুন

Boighar.com

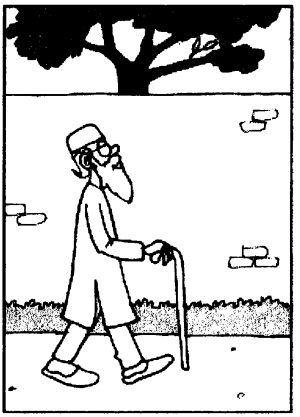

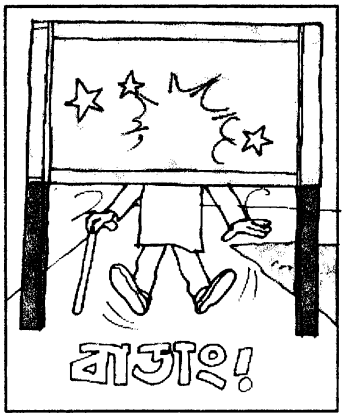

এ কী মামুন! তোমার দাঁতে কী হয়েছে?

এক্ষুনি চলো, তোমাকে ডেন্টিস্টের কাছে নিয়ে যাই!

ফয়তান! আমাফ দাফ দে!

স্কুল থেকে আসতে এত দেরি হলো কেন?

স্কুল থেকে বলেছে যেন আজ একটা ভালো কাজ করি। পরে একটা বুড়ো লোককে রাস্তা পার করতে গিয়ে দেরি হয়ে গেল।

অন্যের উপকার করেছ শুনে আমি খুবই খুশি হলাম। সাবাস মামুন। কিন্তু রাস্তা পার করতে আধাঘন্টা লাগল?

কী করব! লোকটা কিছুতেই রাস্তা পার হতে চাচ্ছিল না!

এহম! হুম! বেসিক?

আমার মিটিংয়ে তুমি এভাবে ঘুমাতে পারো না বেসিক!

জি! এত কথাবার্তার মাঝে একটু অসুবিধা হচ্ছে বটে... (হাই)

Boighar.com

আজ আমাদের আড্ডায় আয়। আমরা এখানে জ্ঞান-বিজ্ঞান নিয়ে গল্প করি। এখানে সবাই বিভিন্ন বিষয়ে গভীর জ্ঞান রাখে।
আজ আমরা কার্ল মার্কস নিয়ে...
তুই আবার কী বলিস? তুই তো কিছুই জানিস না! কার্ল মার্কস! হা :
ওরে গর্দভ!
তুই কী জানিস?
গন্ডমূর্খ!
কিছু জানিস না!
অজ্ঞ লোকদের আড্ডা!
তোরা ফ্রেডরিক নিটসের নিহিলিজম সম্পর্কে কী জানিস?
ও সবাই জানে। আমি এখন কোয়ান্টাম ফিজিক্স নিয়ে পড়াশোনা করছি।
ওসব ফালতু। তোরা কী জানিস ফেলিনি তাঁর জীবনে কতগুলো সাদা-কালো সিনেমা বানিয়েছিল?
আপনেরা ৫ জনে মিলা একঘন্টায় এক কাপ চা খাইছেন। হেইটার বিল কে দিব জানেন নাকি?
ইয়ে, মানিব্যাগটা ফেলে এসেছি। একটু হেল্প করবি বেসিক?
আমারও সেম কেস, বেসিক!

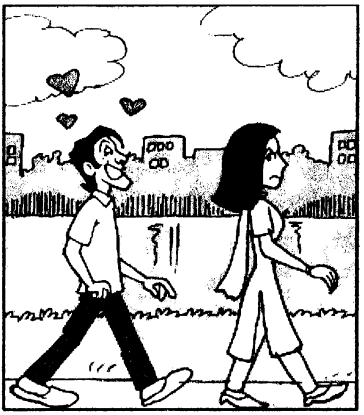

কতদিন না বলেছি, আমার পেছনে ঘুরে লাভ নেই। আমি তোমার চেয়ে দু বছরের বড়, হিল্লোল!

অসুবিধা নেই, তৃণা আপু। আমি তোমার জন্য দু বছর অপেক্ষা করব!

আমার পীড়াপীড়িতে তুমি আমার সাথে খেতে এসেছ বলে ধন্যবাদ, তৃণা আপু।
এটা কিন্তু ডেটিং নয়!

না, না– এটা কেন ডেটিং হবে। এটা হচ্ছে গেট টুগেদার। তা, কী খাবে?

গেট টুগেদার? উঃ গরু। তাগড়া একটা গরু!

ম্যাডামের জন্য গরু আর আমার জন্য চিকেন!

Boighar.com

কী রে হিল্লোল, দু'দিন কক্সবাজার সফর করে এত পুড়ে গেলি কী করে?

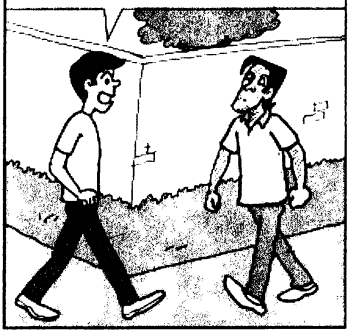

তোকে না বললাম, এই গরমে সমুদ্র সৈকতে গেলে অবশ্যই সানস্ক্রিন লোশন নিয়ে যাবি?

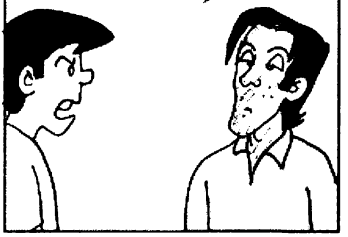

রাখ তোর সানস্ক্রিন, ওসব সানস্ক্রিন লোশন একদম ভুয়া!

প্রতিদিন দু'বোতল সানস্ক্রিন লোশন খেলাম, তাও আমি পুড়ে কয়লা হয়ে গেছি!

হিল্লোল বার বার ফোন করে ওর সাথে দুপুরের খাবার খেতে বলছে। কী ঘটনা তার?

কী রে হিল্লোল? একটা আয়না সামনে নিয়ে খেতে বসেছিস যে? ঘটনা কী?

তোর আসতে দেরি হচ্ছিল বলে আয়নাটা সামনে রাখলাম।

বাবা-মা আজ বাইরে। আমি আবার একা একা খেতে পছন্দ করি না তো... আয়নাটা ভালোই সঙ্গ দিচ্ছিল আমাকে!

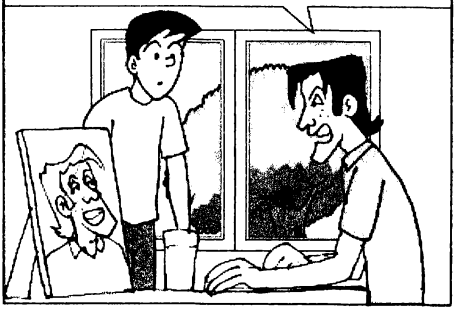

পাগলা বাবা আমি ৫০০ টাকা দিলে আপনি ম্যাজিককে "বান" মেরে এক মাসের জন্য হাসপাতাল পাঠাতে পারবেন?

৫০০ টাকায় শেষ বানটা মারছিলাম ১৯২৫ সালে। এখন বান মারার অনেক দাম!

১৯২৫? এই মিয়া আপনার বয়স কত?
৩৭৬!

এর বয়স কি সত্যিই ৩৭৬?
কইতে পারুম না। আমি হ্যার লগে মাত্র ১৫১ বছছর ধইরা কাজ করতাছি!

গুরু! আমাকে স্টুডেন্ট কনসেশন ৫০% কমে ১০০০ টাকা দরে একটা বান দিন। ম্যাজিককে সেই বান দিয়ে হাসপাতালে পাঠাতে চাই!

১০০০ ট্যাকা অনেক কম। তয় তুই ছাত্র। ঠিক আছে একটা বান মাইরা দিতাছি।

এই লাঠিতে বানের ফুঁ দিছি। এইটা পেছন থেকা ম্যাজিকের মাথায় জোরে তিনবার মারবি!

Boighar.com

১০০০ টাকা খরচ করে এক পাগলা বাবা থেকে ভান্টু বানের ফুঁ দেয়া লাঠি কিনেছে। এটা ম্যাজিকের মাথায় তিনবার আঘাত করলে ম্যাজিককে এক মাস হাসপাতালে থাকতে হবে।

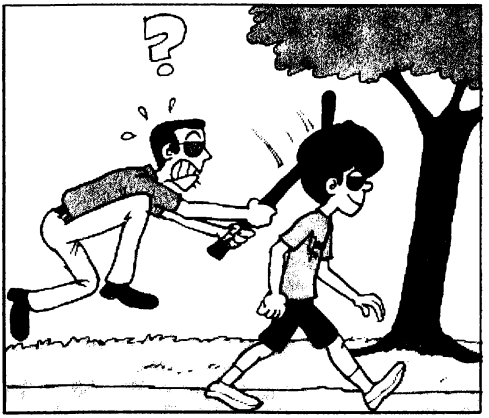


আমার বান দেওয়া লাঠি দিয়া ম্যাজিকের মাথায় বাড়ি মাইরা কাম হয় নাই? নিচ্চই তার চুলে বড়ো কোনো আউলিয়ার দোয়া দেওয়া আছে!

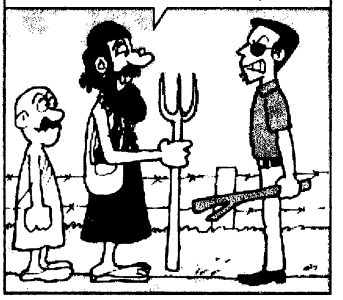

আমি এই লাঠি দিয়ে তোর মাথায় মেরে দেখি এটা আদৌ কাজ করে কী না? ভন্ড?

আইচ্ছা, ঠিক আছে। আমি ফিরিতে নিজে গিয়া ম্যাজিকরে বান মারুম।

আমাকে একটা তেল ছাড়া পরোটা আর ডিমভাজি দিন।
আমি ডিম পোচ!
ভাবছি আমিও আমার গাড়ির ছাদটা কালো করে নিলে এই গরম আর জ্যামে ভালোই ব্যবসা করতে পারব!
স্যার? স্যার! ওঠেন স্যার!
হুঁ! আগে এক কাপ রং চা নিয়ে এসো শামসু!
স্যার, আপনি কি সত্যি খাটটা কিনতে চান?
এ্যাঁ? আমি কোথায়?

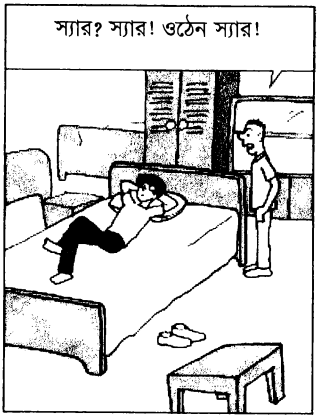

Boighar.com

এই গোল মানি না। তোরা চিটিং করে গোল দিয়েছিস!
চিটিং? প্রমাণ কর!

প্রমাণ করছি। বল্টু, আমাদের গোলপোস্টের পেছনটা খোঁড়।

মাটি খুঁড়ে কী প্রমাণ করার চেষ্টা করছ?
এক্ষুনি দেখবে।

এই যে তাবিজ। আমাদের গোলপোস্টের পেছনে এই তাবিজ পুঁতে রেখেছিল বলে গোল খেয়েছি!

তোরা আমাদের গোলপোস্টের পেছনে এই তাবিজ পুঁতে রেখেছিলি বলে আমরা গোল খেয়েছি। এটা চিটিং!
হেঃ। তাবিজ!

তাবিজের যদি এত জোর থাকত, তাহলে আজ আমরা বিশ্বকাপ খেলতে যেতাম!

ঐ তাবিজে যদি তোমার আস্থা না থাকে তাহলে তোমার গোলপোস্টের পেছনে ওটা পুঁতে খেলা শুরু হোক!

খেলুম না!

এসবের মানে কী হিল্লোল?

তৃণা বলেছে সে বয়সে বড় বলে আমার সাথে কখনোই প্রেম করবে না। তাই আমি আত্মহত্যা করছি।

গাছের যা সাইজ তাতে আত্মহত্যাটা ঘটতে বেশ কয়েক বছর তোকে অপেক্ষা করতে হবে।

আমি তৃণাকে ভাববার সময় দিচ্ছি!

তুমি নাকি আমার প্রত্যাখানে আহত হয়ে আত্মহত্যার হুমকি দিচ্ছ?
জি!

এই ছাগলামিটা আমার জন্য কত বিব্রতকর তা কি বুঝতে পারছ?

সরি! সরি! এটা তো একদম সিম্বলিক!

ঠিক আছে আত্মহত্যা বাদ। এই নাও দড়ির মাথা। আমি তোমার ভেড়া হয়ে বাঁচতে চাই তৃণা!

Boighar.com

এগুলো কি দেশি মুরগি না ফার্মের?
SUPER STORE
দেশি মুরগি!

এগুলো কি সাইজে আর একটু বড়ো হবে?

জি না ম্যাডাম– ওগুলো আর বড়ো হবে না;
কারণ, ওরা মরে গেছে!

আচ্ছা, ভাইয়া...
হুঁ?

তুমি উল্টো মাথার পেরেকগুলো কীভাবে ব্যবহার কর? এগুলো তো ঐ কাঠে ঢুকবে না!
উল্টো মাথার পেরেক?

ওগুলো উপর দিকে গাঁথে। যেমন তুই ছাদের দিকে এসব পেরেক ঠুকতে পারিস!

ইয়াল্লা! দ্যাখ একটা পাখি মরে পড়ে আছে!

কই? কই? আমি তো দেখছি না!

আকাশে মরা পাখি ওড়ে?
?!

Boighar.com

এ কী! এটা তো একটা খালি বাটি। তাও আবার চপচপে ভেজা!

ভেজা বাটি না স্যার। ওটা আপনার ডাল!

আজকের হালিমটায় একটু বেশি লবণ হলেও খেতে দুর্দান্ত হয়েছে।
মনির ভাই রানছে। হ্যারে কন।

মনির ভাই আপনার হালিমটা খুব ভালো হয়েছে। তবে একটু লবণ বেশি।

হ, সর্দি লাগছে তো আমার, তাই লবণটা বেশি হয়া গেছে।

নার্স! জলদি! মাথাফাটা রোগী!
জরুরী বিভাগ

আপনাদের হাসপাতালের বিরুদ্ধে মামলা করব!
কেন?

আবার জিগায়?
জরুরী বিভাগ

আচ্ছা, ডাক্তার আপু। হিক্কা সারানোর উপায় কী?

হালুম!

অমন করলেন কেন?
খেয়াল করে দেখুন আপনার হিক্কা হচ্ছে না!

অ। আমার তো হিক্কা হচ্ছিল না। আমার বাচ্চার সমস্যা হচ্ছে। ওকে নিয়ে আসি, আপনি আবার ভয় দেখান!

Boighar.com

আমি জাপানি স্টাইলে অফিসটা সাজাতে চাই, যেখানে অল্প জায়গায় বেশি মানুষ কাজ করতে পারে।

তোমাদের অফিস করতে কী লাগে? একটা পিসি আর ফোন। চেয়ার, ডেস্ক থাকলে তোমরা ডেস্কে মাথা দিয়ে ঘুমাও!

একটি দক্ষ, আধুনিক অফিস। আমার স্বপ্ন!

এ কী!

কোন গাধা টিভিটা অমন কাত করে রেখেছে?

আমি বাবা, আমি। একটু আরাম করে টিভি দেখছি।

এটা আমার চাচাতো ভাই হাতেম আলীর কবর। সে ৮৭ বছর বয়সে মারা যায়।

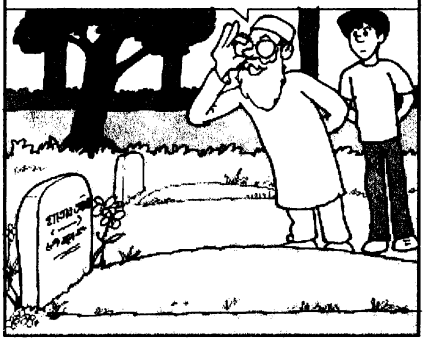

এটা তার ভাই গোলাম আলীর। ৭৬ বছর বয়সে মারা গেছে বলে এতে লেখা আছে!

এটা কার কবর? রাজশাহী? সে কে? আর সে কিনা ১১০ বছর বেঁচেছিল? ফাজলামি?

বাবা? বাবা উঠুন বিকেলের ঔষধটা খান।

এ কী! বাবা কই? বিছানায় দেখছি বাবার লাঠিটা শুয়ে আছে!

এ্যাঁ? উফ! একটা জব্বর ঘুম দিলাম বৌমা!

Boighar.com

আরে! আরে! চোর! আমার মোটর সাইকেল চুরি করে পালাচ্ছে! এই!

তুই কী করিস?

মোটর সাইকেলের নাম্বার প্লেটটা টুকে নিলাম! ব্যাটা পালাবে কোথায়!

চোর! চোর! আমার মোটর সাইকেল চুরি করে পালাচ্ছে!

ব্যাটা বাইক ফেলে পালিয়েছে!

ব্যাটা ছাগল! আমার মোটর সাইকেলে কোনো তেল ছিল না! ব্যাটা পুরা ধরা।

এই যে ভাই– একটু শুনেন।

আমি চাঁপাই থেকে বেড়াতে এসে বিপদে পড়েছি। একটু সাহায্য করবেন?

ভিক্ষা চাইলে রাস্তায় এসে করেন। বাসায় বসে কে ভিক্ষা করে?

আরে কিসের ভিক্ষা! আমি এ বাসার মেহমান। বাথরুমের লক আটকে গেছে। বাড়ির মালিক শুনছে না। ওনাকে একটু ডেকে দিন!

আপনার বাসার রাস্তার দিকে একটা বাথরুমে এক ভদ্রলোক আটকা পড়েছেন।

আমার ঘরের খবর আপনি পেলেন কী করে?
উনি জানালা দিয়ে আমাকে বলেছেন।

মোবারক বাথরুমে নাকি? দরজাটার নব ঘুরিয়ে বাইরের দিকে ঠেলো।

তোমাকে আগেও বলেছিলাম দরজাটা বাইরের দিকে খোলে– ভেতর দিকে নয়।
জি!

Boighar.com

আমি আমার ঘড়িটা নীচে ফেলছি। কিন্তু আমি নীচে নেমে ওটাকে ঠিক ধরে ফেলব।
অসম্ভব!

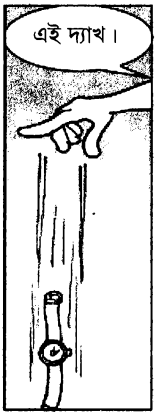
এই দ্যাখ।

হাস্যকর ও অসম্ভব।

অসম্ভব কিছুই না। আমার ঘড়িটা ৫ মিনিট স্লো!

ঘ্র!
ঘ্র!

ঘ্র!
ঘ্র!

বাবা! মা! বাসায় সাক্ষাৎ শয়তান ঢুকে পড়েছে!

মামুনটা একদম স্কুলে যেতে চায় না!
চিন্তা কোরো না– আর দুয়েক বছর পর সব ঠিক হয়ে যাবে!

কে জানে? সেই প্রথম যখন স্কুলে দিয়েছি তখন থেকে মামুন স্কুলে যেতে চায় না।

প্রথম দিন স্কুল থেকে ফিরে এসে বলেছিল যে, সে পড়তে পারে না, লিখতেও পারে না। অতএব তার স্কুলে যাবার যোগ্যতা নেই!

তোমাকে প্রমিজ করেছিলাম অংকে পাশ করলে ৫০০ টাকা দেব। রেজাল্ট এনেছ?

হ্যাঁ, এনেছি!

তোমার ৫০০ টাকা বাঁচিয়ে দিয়েছি!

Boighar.com

আপনার পিজা, স্যার। কেটে দেব?
হ্যাঁ।

কয় স্লাইসে কাটব– চারটা না আটটা?
চারটা।

আট স্লাইস খেলে আমার পেট ফেটে যাবে!

কয়টা বাজে ভাই?
৫টা ৫

কয়টা বেজেছে?
৫টা ১৫!

সময় বিষয়টা খুব বিভ্রান্তিকর। তুই দুজনকে দু জায়গায় সময় জিজ্ঞেস করে দেখবি, একেক জন একেক রকম উত্তর দিচ্ছে!

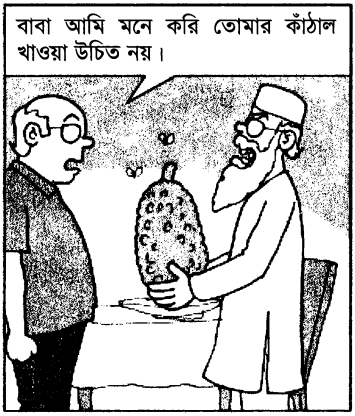
বাবা আমি মনে করি তোমার কাঁঠাল খাওয়া উচিত নয়।

যা ভাগ! কাঁঠাল আমার প্রিয় ফল। আমি এক বসায় একটা পুরো কাঁঠাল খেয়ে ফেলতে পারি।

হা করে তামাশা না দেখে আঠা ছোটাতে তেল নিয়ে আয়!

এই কে আছিস? জলদি এখানে আয়!

এই ঘড়িটা স্লো কেন?

ওর মত সারাক্ষণ ঘুরলে তুমিও আরও স্লো হয়ে যেতে দাদা!

Boighar.com

এই বৃষ্টির পানি নামতে না হলেও ৩/৪ ঘন্টা লেগে যাবে!

তোমরা কী উপরে বসে হুতাস করবে, না একটু মজা করবে!
হে: হে: আমি আসছি!

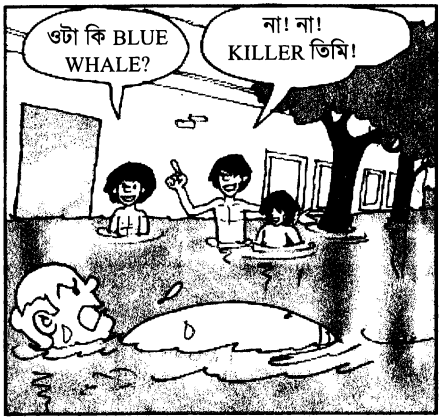
ওটা কি BLUE WHALE?
না! না! KILLER তিমি!

এক গবেষণায় দেখা গেছে, গড়ে প্রতিদিন মেয়েরা ছেলেদের দ্বিগুণ কথা বলে।

এর মূল কারণ নিশ্চয় মেয়েদের প্রায়শ কথা পুনরাবৃত্তি করতে হয়!

এ্যাঁ? কী বললে?

আমাকে ১৫ দিনের ছুটি না দিলে আত্মহত্যা করব!

এসব কী পাগলামি করছ মোর্শেদ। তোমার কোনো ছুটি পাওনা নেই। সারা বছরই তো বিভিন্ন কারণে ছুটি কাটিয়েছ!

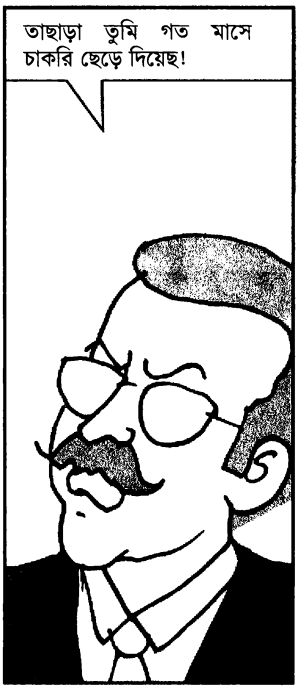
তাছাড়া তুমি গত মাসে চাকরি ছেড়ে দিয়েছ!

ও: সরি! আমি ভুলেই গিয়েছিলাম যে আমি আর চাকরি করছি না।

Boighar.com

ইয়ে হিল্লোল... আমি তোর কম্পিউটারের "কাপ হোল্ডার" টা ভেঙে ফেলেছি!
কাপ হোল্ডার?
হ্যাঁ। কম্পিউটারের যেখানে চায়ের কাপ রেখে কাজ করতাম!
বাবা, এটাতে সিডি–ডিভিডি ঢোকায়! কাপ রাখে না।
ইশ! খুব কম্পিউটার একসপার্ট, না?

বাঁচাও! বাঁচাও! আমি সাঁতরাতে জানি না!

আপনি যে সাঁতরাতে জানেন না সেটা এত চিৎকার করে বলার কী আছে?

আমিও তো গাড়ি চালাতে জানি না। তাই বলে আমি কী রাস্তায় চিৎকার করছি- বাঁচাও! বাঁচাও! আমি গাড়ি চালাতে জানি না?

বাঁচাও! বাঁচাও! আমি সাঁতার জানি না!

কী করছেন?

সাঁতার শেখাচ্ছি। একদম সোজা হয়ে হাত-পা ছুঁড়ুন!

Boighar.com

কী সেজেছ মামুন?
শামুক!

শামুক? কী Cute!

এই! এই! ওটা আমার পরচুলা আর আমার কোট! এই! এই!

ফাজিল ছেলে আমার পরচুলা আর কোট ফেরত দাও!
জি চাচ্চু!

হেঃ হেঃ বহুদিন পর পরচুলাটা পরলাম!

তালিব! এ কী?
ইয়েস ডার্লিং!

তুমি ময়লার বালতি থেকে ঐ পরচুলা নিয়ে পরেছ?
ময়লার...? ন-না তো! মামুন? মামুন!

সে কী রে- মটর সাইকেলে
সামিয়ানা টাঙ্গাচ্ছিস যে?

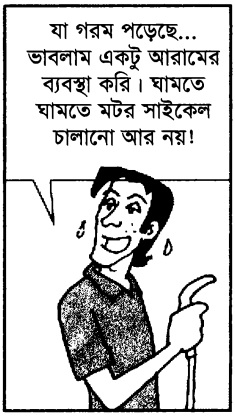
যা গরম পড়েছে...
ভাবলাম একটু আরামের
ব্যবস্থা করি। ঘামতে
ঘামতে মটর সাইকেল
চালানো আর নয়!

তবে চেয়েছিলাম এসি লাগাতে!

ভূত!
ভূত!

শান্ত হ মামুন! ওটা মুরগি ভূত।
আমরা তো মুরগি না যে ওটা দেখে
ভয় পাব!

Boighar.com